February
2025

Newspaper Clips

Based on
Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute
Central Library

আজকাল

Date: 01.02.2025

২০ বছর আগেই ক্যানসার রুখবে অক্সফোর্ডের টিকা: আজকাল, 1st Feb. 2025

২০ বছর আগেই ক্যানসার রুখবে অক্সফোর্ডের টিকা

লন্ডন : ক্যানসারের টিকা আবিষ্কার করে সম্প্রতি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে রাশিয়া। এবার আশার আলো দেখালেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, তাঁরা এমন একটি টিকা আবিষ্কার করেছেন যেটি ক্যানসার প্রতিরোধে বর্ম হিসাবে কাজ করবে। ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি ২০ বছর আগেই রুখে দেবে এই ভ্যাকসিন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সারাহ ব্লাডেন নতুন জিএসকে-অক্সফোর্ড ক্যানসার ইমিউনো-প্রিভেনশন প্রোগ্রামের সহ-নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, এই টিকা শরীরে ক্ষতি করার আগেই ক্যানসারের কোষগুলিকে নষ্ট করে দেবে। তিনি আরও বলেছেন, অনেকেই মনে করেন, মানবদেহে ক্যানসার দু'বছর কিংবা আরও কয়েক বছর আগে থাবা বসায় তারপর তা ক্রমে বিস্তার করে। কিন্তু কখনও কখনও এই প্রক্রিয়া চলে প্রায় ২০ বছর ধরেও। একটি স্বাভাবিক কোষ ক্যানসার কোষে পরিণত হতে কখনও কখনও সময় লেগে যায় ২০ বছরের বেশিও। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এই মারণ রোগের উপস্থিতি বোঝা যায় না। লন্ডনে আবিষ্কৃত টিকাটি আসলে ওই প্রাক-ক্যানসার পর্যায়কে আটকে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে।

বিশেষজ্ঞর মতে, তাঁরা শনাক্ত করেছেন যে, দেহের স্বাভাবিক কোষগুলির ক্যানসারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়, অর্থাৎ প্রি-ক্যানসার স্টেজে কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা পরীক্ষা করার পরেই, ওই ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা হচ্ছে। ২০২১ সালে জিএসকে ও অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট অফ মলিকিউলার অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল মেডিসিন স্থাপন করে এই টিকা গবেষণার কাজে মনোযোগ দেয়। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের জন্য ৫০মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে জিএসকে। সম্প্রতি আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি জানিয়েছে, স্তন, পাকস্থলী, গোপনাঙ্গে ক্যানসারে আক্রান্তের হার এখন সবথেকে বেশি। মাঝবয়সিদের পাশাপাশি তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এই আবহে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের টিকা গবেষণা স্বস্তি দিল কিছুটা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 02.02.2025

স্বাস্থ্য: ক্যানসার চিকিৎসায় জোর: আনন্দবাজার পত্রিকা, 2nd Feb. 2025

স্বাস্থ্য: ক্যানসার চিকিৎসায় জোর

শান্তনু ঘোষ

গত বছরেও বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ক্যানসারের বিষয়ে জোর দিয়েছিল কেন্দ্র। ওই রোগের তিনটি ওষুধের দাম কমানোর বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। ২০২৫-'২৬ আর্থিক বর্ষেও স্বাস্থ্যে ক্যানসারেই গুরুত্ব দেওয়া হল।

শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, ক্যানসার-সহ আরও ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধের উপরে আমদানি শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি জেলায় ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার তৈরি হবে। চলতি আর্থিক বর্ষে ২০০টি সেন্টার হবে। যদিও এ রাজ্যে জেলা ও মেডিক্যাল কলেজস্তরের হাসপাতাল মিলিয়ে প্রায় ৩৫টি (২৮টি স্বাস্থ্য জেলা ও শহর) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের ডে-কেয়ার সেন্টার চলছে, দাবি স্বাস্থ্যকর্তাদের। সেখানে কেমোথেরাপি মেলে। ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ওষুধের দাম কমলে নিম্নমধ্যবিত্ত রোগীর সুবিধা হবে ঠিকই। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অভিজ্ঞ নার্স, টেকনিশিয়ানের অভাব যেখানে বড় সমস্যা, সেখানে শুধু ডে-কেয়ার সেন্টার তৈরি কতটা সুবিধা দেবে? ক্যানসার চিকিৎসার সামগ্রিক উন্নতিতে জেলায় রেডিয়োথেরাপি ব্যবস্থা চালুরও প্রয়োজন।"

চিকিৎসক মহলের দাবি, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রতিরোধেও জোর দেওয়া উচিত। আবার, গত ফেব্রুয়ারিতে 'ভোট-অন অ্যাকাউন্ট' বাজেটে ৯-১৪ বছরের মেয়েদের জরায়ু-মুখের ক্যানসার প্রতিরোধে প্রতিষেধক দেওয়ার কথা ঘোষণা হলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি বলেও অভিযোগ। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, দেশে প্রতি বছর ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ নতুন ক্যানসার আক্রান্তের খোঁজ মেলে। রাজ্যে সেই সংখ্যাটি এক লক্ষ থেকে এক লক্ষ ১০ হাজার মতো। সেই প্রেক্ষিতে ক্যানসারের ওষুধের দাম কমানোর পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও ওই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক দেওয়াকে সরকারি ভাবে কেন প্রাধান্য দেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা এটাও জানাচ্ছেন, দেশে নন-কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, সিওপিডি, ডায়াবিটিসে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হন।

> ওষুধের দাম কমলে নিম্নমধ্যবিত্ত রোগীর সুবিধা হবে ঠিকই। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অভিজ্ঞ নার্সের অভাব যেখানে বড় সমস্যা, সেখানে শুধু ডে-কেয়ার সেন্টার সুবিধা দেবে?
>
> **সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়**
> চিকিৎসক

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই বলেন, "ওই সমস্ত রোগের চিকিৎসাতেও অনেক ওষুধ রয়েছে, যেগুলি খুবই দামী। তারও দাম কমানোর পদক্ষেপ করলে প্রচুর রোগী উপকৃত হতেন।" স্নাতক ও স্নাতকোত্তরস্তর মিলিয়ে আগামী ১০ বছরে এক লক্ষ ১০ হাজার আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন নির্মলা। তার মধ্যে চলতি আর্থিক বর্ষে ১০ হাজার আসন বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা হয়েছে। চিকিৎসক মহলের কথায়, "স্বাভাবিক ভাবে এ রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজেও হয়তো আসন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু রাজ্যে শেষ তিন বছর নতুন নিয়োগ হয়নি। তাহলে যে ক'জন শিক্ষক-চিকিৎসক রয়েছেন, তাঁরা রোগী দেখা ও পড়ানো সুষ্ঠু ভাবে করতে পারবেন তো?"

আজকাল

Date: 02.02.2025

করমুক্ত ক্যান্সার-সহ ৩৬ জীবনদায়ী ওষুধ: আজকাল, 2nd Feb. 2025

করমুক্ত ক্যান্সার-সহ ৩৬ জীবনদায়ী ওষুধ

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি

মাসখানেক অন্তর অন্তর ওষুধের দাম বাড়ছে। ক্ষোভ বাড়ছে আমজনতার। আগামী অর্থবর্ষের বাজেটে ক্যান্সার-সহ একাধিক মারণ ব্যাধির চিকিৎসায় লাগে, এমন ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধ করমুক্ত ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত জেলা হাসপাতালে ডে-কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার গঠন করা হবে। এর ভেতর ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ভেতর দুশো ডে-কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার তৈরি করা হবে। ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধ করমুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আরও ৩৭টি জীবনদায়ী ওষুধ করমুক্ত করা যায় কি না, তার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। রোগীদের কাছে বিনামূল্যে এই ওষুধ পৌঁছে দিতেই এমন ভাবনাচিন্তা। আগেই ট্রাস্টুজুমাব, ডেরুস্কটেকানের মতো একাধিক ওষুধ করমুক্ত হয়েছে।

দেশে রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা কম। একথা আগেই স্পষ্ট করা হয়েছে অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে এক বছরের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ১০ হাজার আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে মেডিক্যাল কলেজে ৭৫ হাজার আসনবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। তাছাড়া বলা হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঠিকাকর্মীদের প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় আনা হবে। তাতে এক কোটি ঠিকাকর্মী উপকৃত হবেন।

বাজেটে মেডিক্যাল ট্যুরিজ্‌ম অর্থাৎ চিকিৎসা পর্যটনে জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ব্যবস্থা চালু হবে। বিদেশ থেকে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের ভিসা পাওয়া সহজ হবে। পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রে আয় বাড়বে।

গত অর্থবর্ষে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৯,৯৭৪.১২ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ সালের অর্থবর্ষে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক পেয়েছে ৯৯,৮৫৮.৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ৮,৮৯৯ কোটি টাকা। যদি টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন ও চড়া মুদ্রাস্ফীতির হার হিসেবে ধরা হয়, তাহলে এই বৃদ্ধি আসলে কতটা তা হিসেব করে দেখতে হবে।

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, গত অর্থবর্ষে আয়ুষ মন্ত্রকে বরাদ্দ ছিল ৩,৪৯৭.৬৪ কোটি টাকা। সে জায়গায় এবার বরাদ্দ ৩,৯৯২.৯০ কোটি টাকা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ছিল ৩৬,০০০ কোটি টাকা। ন্যাশনাল টেলি মেন্টাল হেল্‌থ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৪৫ কোটি থেকে বেড়ে ৭৯.৬০ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ন্যাশনাল ডিজিটাল হেল্‌থ মিশনে বরাদ্দ ছিল ২২৫ কোটি টাকা। তা বেড়ে হয়েছে ৩৪০.১১ কোটি টাকা। বরাদ্দ বেড়েছে দিল্লি এইমস এবং আইসিএমআরের জন্যও। এই বাড়তি বরাদ্দও চড়া মুদ্রাস্ফীতির বিচারে আসলে কতটা বেশি, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, ২০১৭ সালে মোদি সরকারের আমলেই জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে বলা হয়েছিল, স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ অবশ্যই জিডিপির ২.৫ শতাংশের বেশি হতে হবে। শেষ পাওয়া সরকারি হিসেবে ২০২১-২২ সালে তা আটকে রয়েছে মাত্র ১.৮৪ শতাংশে। এর মানে এবারও সকলের জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নীতি না নিয়ে, বরং বিমা ক্ষেত্র বিদেশি পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে চিকিৎসার খরচ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার পথেই হাঁটলেন সীতারামন।

সংবাদ প্রতিদিন

Date: 02.02.2025

ক্যানসার-সহ ৩৬ কঠিন অসুখের ওষুধ শুল্কমুক্ত:সংবাদ প্রতিদিন, 2nd Feb. 2025

ক্যানসার-সহ ৩৬ কঠিন অসুখের ওষুধ শুল্কমুক্ত

নয়াদিল্লি : ক্যানসার আক্রান্ত ও বিরল অসুখে আক্রান্ত রোগীরা কিছুটা মানসিক ও আর্থিক দিক থেকে স্বস্তি পেলেন। ক্যানসার-সহ ৩৬টি দুরারোগ্য অসুখের ওষুধকে পুরোপুরি শুল্কমুক্ত ঘোষণা করা হল কেন্দ্রীয় বাজেটে।

এর ফলে দাম কমতে চলেছে বহু ওষুধের। যদিও এখনও পর্যন্ত সেই সব মহামূল্যবান ওষুধের নামের তালিকা এখনও প্রকাশ হয়নি। এছাড়াও রোগী সহায়ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি কিছু ওষুধকে এবার বিনামূল্যেও রোগীদের হাতে তুলে দিতে পারবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এছাড়া আরও ৬টি

ক্যানসার-সহ ৩৬টি কঠিন অসুখের ওষুধ শুল্কমুক্ত।

আরও ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে শুল্ক ৫ শতাংশ ছাড়ের প্রস্তাব।

আগামী ৩ বছরে সব জেলা হাসপাতালে ডে কেয়ার ক্যানসার সেন্টার তৈরির ঘোষণা।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও বাড়াতে এআই সেন্টার তৈরিতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

প্রাইভেট সেক্টরের সাহায্যে মেডিক্যাল টুরিজম হিল ইন ইন্ডিয়া

জীবনদায়ী ওষুধের উপর থেকে ৫ শতাংশ শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছেন নির্মলা।

যদিও ইতিমধ্যেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, দৈনন্দিন বহুল ব্যবহৃত হাই ব্লাড প্রেশার, হাই সুগার, কিডনির অসুখ, নিউমোনিয়া-জ্বরের ওষুধের দাম কমানোর জন্য এই বাজেটে কোনও চেষ্টাই করল না কেন্দ্র। সাধারণ অসুখের ওষুধের খরচ সামলাতে গিয়ে মধ্যবিত্তর পকেট ফাঁকা বন্ধ করার কোনও রাস্তাই দেখা গেল না এই বাজেটে।

ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ায় উদ্বিগ্ন সরকার এবার আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সব প্রান্তের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ক্যানসার ডে কেয়ার সেন্টার চালুর ঘোষণা করল। ২০২৫-'২৬ সালের মধ্যে ২০০টি ডে কেয়ার সেন্টার চালু করা হবে।

সারা দেশে চিকিৎসকের চাহিদার দিকে নজর রেখে ডাক্তারি পড়ার আসন বাড়ানো হবে। আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার নতুন সিট বাড়ানোর ঘোষণা করা হল এদিন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও বাড়াতে এআই সেন্টার তৈরির জন্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। হেলথকেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমের সঙ্গে এআই প্রযুক্তির সংযুক্তিকরণ হলে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে জানান নির্মলা।

ক্যানসারের ওষুধে শুল্ক ছাড়:সংবাদ প্রতিদিন, 2nd Feb. 2025

ক্যানসারের ওষুধে শুল্ক ছাড়

■ নয়াদিল্লি : ক্যানসার-সহ ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কে সম্পূর্ণ ছাড় ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তাঁর বাজেট ভাষণে এই প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। শুল্ক ছাড়ের ফলে ক্যানসার-সহ এই জীবনদায়ী ওষুধগুলির মূল্য কমবে। ক্যানসার চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রেও তিনি অনেকগুলি ঘোষণা বাজেটে করেছেন। ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র হবে দেশের প্রতিটি জেলায়।

আজকাল

Date: 03.02.2025

সিকিমে বাড়ছে ক্যান্সারের প্রকোপ, সচেতনতায় গুরুত্ব: আজকাল, 3rd Feb. 2025

সিকিমে বাড়ছে ক্যান্সারের প্রকোপ, সচেতনতায় গুরুত্ব

আজকালের প্রতিবেদন

সিকিমে বাড়ছে ক্যান্সারের প্রকোপ। গত দশ বছরের ক্যান্সার-আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে রাজ্যটিতে। মাত্র ৭ লক্ষের এই রাজ্যটিতে গত বছর ৫৫১ জন এই মারণ রোগে আক্রান্ত হন। অথচ ১০ বছর আগে, ২০১৫ সালে ক্যান্সার-আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩৬। সরকারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছরই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ক্যান্সার-আক্রান্তের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্যান্সার সচেতনতার কারণেই বহু রোগীকে শনাক্ত করা যাচ্ছে। তবে ক্যান্সার প্রতিরোধে আরও সচেতনতা জরুরি বলে তাঁরা মনে করেন।

ছোট্ট রাজ্য সিকিমে এখন ক্যান্সারের আতঙ্কে ভুগছে। রাজ্যটির প্রতি এক লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে ৯১.৮ জনই ক্যান্সারে আক্রান্ত। সিকিমে ক্যান্সারের প্রকোপ গোটা দেশের থেকে তুলনামূলক কিছুটা কম হলেও বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশিস রাই। তাঁর মতে, কর্কট রোগকে নির্মূল করতে হলে প্রথমেই রোগটি শনাক্ত করা জরুরি। জানা গেছে, গত বছর ক্যান্সার-আক্রান্তদের মধ্যে ২৭০ জন ছিলেন পুরুষ এবং ২৮১ জন নারী। খাদ্যনালীর ক্যান্সারেরই প্রকোপ বেশি। ৫৫১ জন ক্যান্সার-আক্রান্তের মধ্যে ২৩৬টিই হয়েছে খাদ্যনালীর ক্যান্সার। বাকিদের মধ্যে ৪৯টি রয়েছে পেটের ক্যান্সার। এ ছাড়া রয়েছে স্তন ক্যান্সারও। তাই এই মারণ রোগের প্রতিরোধে ব্যাপক সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরও বেশি করে ক্যান্সার শনাক্ত করার পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ক্যান্সার চিকিৎসাতেও সরকারি সক্রিয়তার দাবি উঠেছে। পাহাড়ি রাজ্যটিতে ক্যান্সার প্রতিরোধে রাজ্য ও কেন্দ্রকে একযোগে কাজ করতে হবে বলেও অনেকে মনে করেন। সেইসঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাঙালির পছন্দের পর্যটন কেন্দ্রটিতে, তৃণমূল স্তর থেকেই ক্যান্সারের বিষয়ে মানুষকে সজাগ করে তোলার কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

আজকাল

Date: 03.02.2025

আমাদের সচেতনতাও আটকে দিতে পারে সারভাইক্যাল ক্যানসার :
আজকাল, 3rd Feb. 2025

আমাদের সচেতনতাও আটকে দিতে পারে সারভাইক্যাল ক্যানসার

ক্যানসার শব্দটাই ভয়ধরানো। তার মধ্যে সারভাইক্যাল ক্যানসার আরও বেশি আতঙ্কের। ভারতীয় মহিলাদের সবচেয়ে বেশি হয় ব্রেস্ট ক্যানসার। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে সারভাইক্যাল ক্যানসার। এতে মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। তবে সচেতনতার মাধ্যমে এই মারণরোগের প্রতিরোধও সম্ভব। সেই উদ্দেশেই প্রতি বছর ২২-২৮ জানুয়ারি পালিত হয় সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধ সপ্তাহ। নিউ আলিপুরের বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে এই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আয়োজিত হল এক আলোচনাসভা। কীভাবে সজাগ থেকে, সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব, সেটাই তুলে ধরা হল সেখানে।

সার্ভিক্যাল ক্যানসারের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে অনিয়মিত রক্তক্ষরণ, তলপেটে ব্যথা এবং যৌনমিলনের পর রক্তপাত। এমন সমস্যা দেখা দিলে তাই একেবারেই উপেক্ষা করবেন না। দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। মাথায় রাখুন, যে কোনও সমস্যা প্রাথমিক অবস্থাতেই সারানো সহজ। নাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বাড়ে।

সারভাইক্যাল ক্যানসারের প্রধান কারণ হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা HPV। এটি প্রতিরোধের যদিও সহজ উপায় রয়েছে। তা হল HPV ভ্যাকসিন। এটি ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। ৯ থেকে ২৬ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন অত্যন্ত কার্যকর। তবে শুধু ভ্যাকসিনই সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রতি তিন বছরে অন্তত একবার প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট করান। এই পরীক্ষা গর্ভাশয়ের কোষে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না তা দ্রুত শনাক্তের ক্ষেত্রে সহায়ক। আর তারপর দরকার সর্বাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো।

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে হওয়া আলোচনাসভায় ডাক্তার মেঘা খান্না সেজন্যই তুলে ধরলেন সারভাইক্যাল ক্যানসার নিয়ে আধুনিকতম গবেষণার কথা। আগাম কী কী সতর্কতা নেওয়া উচিত, সেটাও জানান তিনি। ডাক্তার মেঘা খান্নার মতে, 'ভ্যাকসিন নেওয়া, সেক্সের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা আর ধূমপান বন্ধ করার মাধ্যমে সারভাইক্যাল ক্যানসারকে আটকানো সম্ভব। তাই সতর্ক থাকুন। অসুবিধা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান।' বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের গ্রুপ অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিয়মিত এমন ধরনের আলোচনাসভা আয়োজন করে থাকি। সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়া জরুরি। সেক্ষেত্রে চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুহার কমানো যায়। তবে তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা।'

Date: 03.02.2025

এক সেকেন্ডে ক্যানসার নির্মূল! জল্পনা: সংবাদ প্রতিদিন, 3rd Feb. 2025

এক সেকেন্ডে ক্যানসার নির্মূল! জল্পনা

নয়াদিল্লি : ক্যানসার চিকিৎসা দিনদিন উন্নতি হচ্ছে। মাসকয়েক আগেই রাশিয়ায় ক্যানসারের ভ্যাকসিন তৈরির খবর মিলেছে। এবার ক্যানসার ট্রিটমেন্টে নতুন আবিষ্কার আল্ট্রা ফাস্ট রেডিওথেরাপি বা ফ্ল্যাশ রেডিওথেরাপি। এই অত্যাধুনিক পদ্ধতি এক সেকেন্ডের মধ্যে সুরাহা দিতে পারে ক্যানসার রোগীদের। গবেষকদের দাবি, সাধারণ রেডিওথেরাপির চেয়ে এটি ৩০০ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্নও। ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য রেডিয়েশন দেওয়ার ফলে শরীরের সুস্থ কোষগুলি যাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্যই এই ফ্ল্যাশ রেডিওথেরাপি। এটি শুধুমাত্র টিউমারটিকে লক্ষ্য করে। তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী এই বিকিরণ অনেক বেশি কার্যকর ও অনেক কম ক্ষতিকারক হতে পারে।

রেডিওথেরাপি দীর্ঘকাল ধরে ক্যানসার চিকিৎসার অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু এই পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। রেডিওথেরাপি আশপাশের স্বাস্থ্যকর টিস্যুগুলিরও ক্ষতি করে। বিশেষত মস্তিষ্কের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশ খারাপ। ফ্ল্যাশ রেডিওথেরাপি কয়েক মিলিসেকেন্ডে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার বিকিরণের মারফত দুর্দান্ত ফল দিতে পারে বলে আশা গবেষকদের।

গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, ফ্ল্যাশ রেডিওথেরাপি অনেক দ্রুত টিউমার নির্মূল করতে পারবে। আর এর ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতিও হবে কম। মাথা-ঘাড়ের টিউমার, যা একেবারে মেটাস্ট্যাটিক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল সেগুলির উপরও এই রেডিয়েশন প্রয়োগ করে বেশ ভাল ফল দেখা গিয়েছে ক্লিনিকাল ট্রায়ালে। তবে এই থেরাপি এখনও সহজলভ্য নয়। এই চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এর খরচও অনেকটাই বেশি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 04.02.2025

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার: একটি নীরব হুমকি যা সচেতনতার দাবি করে: আনন্দবাজার পত্রিকা, 4th Feb. 2025

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার: একটি নীরব হুমকি যা সচেতনতার দাবি করে

ডা. শিবনাথ মন্ডল, এম বি বি এস, এম এস (জেন সার্জারি), এম আরসিএস। এফ আর সি এস
সিনিয়র কনসালট্যান্ট অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কোপিক এবং কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সার্জন,
পিয়ারলেস হাসপাতাল, কলকাতা, ফোন: 9903364562
ইমেল: soumik@peerlesshospital.com

ক্যান্সার একজন মানুষের জীবনে একটি জীবন পরিবর্তনকারী ঘটনা। ক্যান্সার একটি রোগ যা শরীরে অস্বাভাবিক কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং বিস্তার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত, কোষগুলি একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পায়, বিভক্ত হয় এবং মারা যায়, কিন্তু ক্যান্সারে এই প্রক্রিয়াটি বিভ্রান্ত হয়। ক্যান্সারের কোষগুলি স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যায়, দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুতে আক্রমণ করতে পারে বা রক্ত এবং লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে (মেটাস্টেসাইজ)।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার এবং লিউকেমিয়াসহ বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন টিস্যু বা অঙ্গে উৎপন্ন হয়। ক্যান্সারের কারণগুলি পরিবর্তিত হতে পারে এবং জেনেটিক মিউটেশন, জীবনধারার কারণ (যেমন ধূমপান, অপকারী খাদ্য এবং ব্যায়ামের অভাব), পরিবেশগত এক্সপোজার (যেমন বিকিরণ এবং রাসায়নিক) এবং সংক্রমণ (যেমন HPV বা হেপাটাইটিস ভাইরাস) অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, যা সাধারণত অন্ত্রের ক্যান্সার হিসাবে পরিচিত, বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার-সম্পর্কিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা হলে এটি অত্যন্ত প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, সচেতনতার অভাব এবং বিলম্বিত রোগ নির্ণয়ের কারণে এটি একটি নির্বাক হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কোলন বা মলদ্বারে বিকাশ লাভ করে, প্রায়শই ছোট, আশঙ্কাহীন একটি বৃদ্ধি হিসাবে শুরু হয় যাকে পলিপ বলা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, কিছু পলিপ, ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে। ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে বয়স (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৫০ বছরের বেশি ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটে), রোগের একটি পারিবারিক ইতিহাস, অপকারী খাদ্য, স্লথ জীবনযাত্রা এবং ধূমপান।

প্রাথমিক পর্যায়ের কোলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রায়শই কোন উপসর্গ দেখায় না, নিয়মিত স্ক্রীনিং করাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। যাই হোক, রোগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, ব্যক্তিদের অন্ত্রের অভ্যাসের ক্রমাগত পরিবর্তন (ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য), মলে রক্ত বা পেটে ব্যথা বা ক্র্যাম্পিং হতে পারে।

প্রায়শই এই রোগের লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার আগেই এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করতে স্ক্রীনিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোলনোস্কোপি হল সবচেয়ে কার্যকর স্ক্রীনিং পদ্ধতি, যা ডাক্তারদের প্রাক-ক্যানসারাস পলিপ সনাক্ত করতে এবং অপসারণ করতে দেয়। অন্যান্য পরীক্ষা, যেমন মল-ভিত্তিক স্ক্রীনিং, প্রাথমিক সনাক্তকরণেও সাহায্য করতে পারে।

যদিও বয়স এবং জেনেটিক্সের মতো কিছু ঝুঁকির কারণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, জীবন যাত্রার পরিবর্তনগুলি কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। প্রচুর ফল ও শাকসবজির সঙ্গে ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, লাল এবং প্রক্রিয়াজাত মাংসের ব্যবহার কমানো, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ধূমপান এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন এড়িয়ে চলা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমাতে পারে।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার একটি গুরুতর কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য রোগ। বর্ধিত সচেতনতা, প্রাথমিক স্ক্রীনিং এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা পছন্দের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা এর প্রভাব কমাতে এবং জীবন বাঁচাতে পারি। যদি আপনার বয়স ৫০ বছরের বেশি হয় বা রোগের পারিবারিক ইতিহাস থাকে, তাহলে আজই স্ক্রীনিং বিকল্পগুলি সম্পর্কে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

Date: 04.02.2025

বংশগত ক্যান্সার রুখতে সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টারের নতুন উদ্যোগ: একদিন, 4th Feb. 2025

বংশগত ক্যান্সার রুখতে সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টারের নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বংশগত ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে ঠাকুরপুকুরের সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টার এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট জেনেটিক কাউন্সেলিং ক্লিনিকের উদ্বোধন করে পূর্ব ভারতের ক্যান্সার চিকিৎসাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলো। এই বিশেষ ক্লিনিকটি মূলত বংশগত ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা আধুনিক কাউন্সেলিং সুবিধে পাবে। যা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রাজীব সারিন, বিভাগীয় প্রধান, রেডিয়েশন অনকোলজি এবং ইনচার্জ, ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিক, টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল (টিএমএইচ) ও এসিটিআরইসি, মুম্বই, ডঃ অর্ণব গুপ্ত, মেডিক্যাল ডিরেক্টর, এসজিসিসি এন্ড আরআই, ডঃ রাহুল রায় চৌধুরী, কনসাল্ট্যান্ট, ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিক, ডঃ সমীর ভট্টাচার্য, ইনচার্জ, ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিক, অঞ্জন গুপ্ত, সেক্রেটারি, এসজিসিসি এন্ড আরআই, ডঃ গৌতম ভট্টাচার্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, এসজিসিসি এন্ড আরআই - এর মত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সম্মানীয় অতিথিরা। ডঃ রাজীব সারিন এই ক্লিনিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, 'জেনেটিক কাউন্সেলিং ক্যান্সার নিরাময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বংশগত ক্যান্সারের ঝুঁকি শনাক্ত করে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।' টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এসজিসিসি এন্ড আরআই এর ক্যান্সার জেনেটিক ক্লিনিকে এসজিসিসি এন্ড আরআই-তে রোগীরা বিনামূল্যে জেনেটিক কাউন্সেলিং পাবেন। অন্যান্য হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা রোগীদের জন্য অতি অল্প কিছু মূল্য রাখা হয়েছে। এই ক্লিনিক টি সপ্তাহে দু দিন - বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চালু থাকবে।

সংবাদ প্রতিদিন

Date: 04.02.2025

ব্লাড ক্যানসার মানেই সব শেষ নয়: সংবাদ প্রতিদিন, 4th Feb. 2025

ব্লাড ক্যানসার মানেই সব শেষ নয়

বর্তমানে অত্যাধুনিক ও উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য মারণব্যাধিকে বাগে আনা সম্ভব হয়েছে। ব্লাড ক্যানসার মানেই জীবন থেমে যাবে এমনটা সর্বক্ষেত্রে নয়। এর বিভিন্ন ধরন ও চিকিৎসা প্রনালী জানিয়ে ভরসা দিলেন হেমাটোলজিস্ট **ডা. তুফান কান্তি দলুই**

কোন ধরনের লিউকোমিয়া চিকিৎসায় সারে, কোনগুলি সারে না

সাধারনভাবে বুঝতে গেলে ব্লাড ক্যানসারে রক্তের শ্বেতকণিকা আক্রান্ত হয় এবং সেটা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

রক্তকোষের বিকাশের কোন পর্যায়ে ব্যাধি রক্ত কোষকে বাধা দিচ্ছে, সেই অনুসারে মুলত নানা ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যেও আবার নানা প্রকারভেদ রয়েছে।

অ্যাকিউট লিউকেমিয়া

রক্ত কোষের জীবন চক্রে বিকাশের শুরুতেই যখন বাধা। এর আবার নানা প্রকার।

- **অ্যাকিউট লিম্ফব্লাস্টিক লিউকেমিয়া-** ১০ বছর বয়সের নিচের শিশুদের মধ্যে খুব দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করলে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সুস্থ হয়ে যাওয়া সম্ভব।
- **অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া-** এটি একটি মায়েলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ার ধরণ। এটা হলে সেক্ষেত্রেও চিকিৎসা শুরু করলে ৯০-৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সুস্থ হয়ে যাওয়া সম্ভব।
- **অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়া-** এক্ষেত্রে রোগীর অস্থি-মজ্জা প্রতিস্থাপন দরকার। তাহলে অনেকদিন সুস্থ রাখা সম্ভব।

ক্রণিক লিউকেমিয়া

রক্ত কোষের পরিপক্কতার পরে কিন্তু কোষের জীবনচক্র সম্পূর্ন হওয়ার আগে যখন বাধার সৃষ্টি হয় তখন প্রকাশ পায়।

- **ক্রনিক মায়েলয়েড লিউকেমিয়া-** এদেশে ৪০-৬০ বছর বয়সিদের মধ্যে এই ক্যানসারের হার সবচেয়ে বেশি। ম্যাজিক বুলেট (Imatinib) নামের একটি ট্যাবলেট, প্রেসার বা সুগারের মত নিত্যদিন খেতে থাকলে সুস্থ থাকা সম্ভব।
- **ক্রনিক লিম্ফসাইটিক লিউকেমিয়া-** এটাও ৪০-৬০ বছর বয়সিদের মধ্যে দেখা যায় বেশি। এই ক্ষেত্রে টার্গেটেড থেরাপি দিয়ে নিদান মিলছে।

লিম্ফোমা- লিম্ফ গ্ল্যান্ডে যে টিউমার হয় - এটির আর এক রূপ হচকিন্স লিম্ফোমা। যেটা চিকিৎসা করে ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া সম্ভব। যারা বার্কিট লিম্ফোমা এবং লিম্ফোব্লাস্টিক লিম্ফোমায় ভুগছেন তদের কেও কিন্তু সারিয়ে তোলা সম্ভব।

- **মল্টিপল মায়লোমা-** যেটা হাড়ের ভেতরে মজ্জাতে হয়। বয়স্কদের মধ্যে বেশি হয়। এক্ষেত্রে টার্গেটেড থেরাপি, বায়োলজিক্যাল থেরাপি, এবং ইমিওনো থেরাপির মাধ্যমে রোগীতে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাও অন্যতম অস্ত্র। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট) এবং কার -টি সেল থেরাপির সহায়তায় বেশিরভাগ ব্লাড ক্যানসার রোগী সুস্থ হয়ে উঠছেন।

যে লক্ষণে সাবধান হবেন

টানা জ্বর, গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা, গলা কিংবা কুঁচকির কাছে গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যাওয়া, বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ, কোমরে খুব ব্যথা, হঠাৎ করে কিডনি ফেলিওর, ক্যালশিয়াম বেড়ে যাওয়া, ক্রনিক লিউকেমিয়া অনেক সময় রুটিন ব্লাড টেস্ট করাতে গিয়েও ধরা পড়ে।

DR TUPHAN KANTI DOLAI
Professor and Head
Department of Haematology
NRS Medical College Kolkata

PratidinCreative

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 04.02.2025

सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर : दो खामोश खतरे:सन्मार्ग, 4th Feb. 2025

सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर : दो खामोश खतरे

विश्व कैंसर दिवस विशेष

मधुर चतुर्वेदी

कोलकाता : हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके उपचार के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह रोग असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और फैलाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे कोशिकाएं सामान्य नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस विश्व कैंसर दिवस पर हम दो खामोश खतरों, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, के बारे में विशेषज्ञों से बातचीत की, जिनका समय पर निदान और उपचार किया जाए तो इनसे बचाव संभव है।

कैंसर से मौत का प्रमुख कारण कोलोरेक्टल कैंसर

पीयरलेस हॉस्पिटल के डॉ. **शिवनाथ मंडल** ने कहा कि कोलन और रेक्टल कैंसर, जिसे बाउल कैंसर भी कहा जाता है, कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण बन चुका है। यह रोग प्रारंभिक अवस्था में अक्सर बिना लक्षणों के होता है, जिसके कारण इसकी पहचान देर से हो पाती है। कोलन कैंसर मुख्य रूप से कोलन या रेक्टम में उत्पन्न होता है और यह छोटे पॉलीप्स के रूप में शुरू होता है, जो समय के साथ कैंसरस बन सकते हैं। इसके जोखिम कारकों में उम्र (अधिकतर मामले 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों में होते हैं), पारिवारिक इतिहास, अस्वस्थ आहार, मोटापा, धूम्रपान और निष्क्रिय जीवनशैली शामिल हैं।

मेनोपॉज के बाद भी बना रहता है सर्वाइकल कैंसर का खतरा : यह सामान्य भ्रांति है कि सर्वाइकल कैंसर केवल युवतियों को ही प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेनोपॉज के करीब पहुंचने वाली महिलाओं में भी इस रोग के प्रति जागरूकता, स्क्रीनिंग और रोकथाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्रि प्रोग्राम के अनुसार, हर साल लगभग 1,23,907 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। फोर्टिस अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. **आशीष उपाध्याय** ने बताया, 'सर्वाइकल कैंसर मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है, और यह जरूरी है कि महिलाएं 65 वर्ष की आयु तक स्क्रीनिंग जारी रखें। अगर कोई लक्षण जैसे पोस्टमेनोपॉज ब्लीडिंग, पोस्टकोटल ब्लीडिंग, निचला योनि स्राव, पेट में दर्द या हेमेटचूरिया दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।' भारत में सर्वाइकल कैंसर का उपचार अक्सर देर से किया जाता है, विशेषकर 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में। डॉ. आशीष ने कहा कि 'लगभग 60-65% सर्वाइकल कैंसर के रोगी 40 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, और दुख की बात है कि कई मामलों में इसका पता अंतिम चरण में चलता है।

एचपीवी वैक्सीनेशन की उपलब्धता से बढ़ी मदद

डॉ. आशीष ने कहा, 'एचपीवी वैक्सीनेशन, विशेष रूप से 9 से 26 वर्ष की लड़कियों के लिए, सर्वाइकल कैंसर के होने की संभावना को काफी कम कर सकता है। हालांकि, 40 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वैक्सीनेशन के लिए योग्य नहीं होतीं, जिस कारण इस आयु वर्ग में इस कैंसर के मामले अधिक देखे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए 90-70-90 रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत 15 वर्ष की आयु तक 90% लड़कियों को एचपीवी वैक्सीनेशन देने, 35 और 45 वर्ष की आयु में 70% महिलाओं का स्क्रीनिंग करने और 90% रोगियों को उपयुक्त उपचार देने के लक्ष्य पर आधारित है।

कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण: कोलन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते, जिससे नियमित स्क्रीनिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कोलोनोस्कोपी, एक प्रभावी स्क्रीनिंग विधि, चिकित्सकों को पॉलीप्स को पहचानने और उन्हें हटाने में मदद करती है। इसके अलावा, स्टूल-आधारित स्क्रीनिंग भी प्रारंभिक पहचान में सहायक हो सकती है। कोलन कैंसर का खतरा नियंत्रित किया जा सकता है। उच्च फाइबर वाले आहार, फलों और सब्जियों का सेवन, लाल और प्रसंस्कृत मांस का कम सेवन, नियमित व्यायाम, धूम्रपान से बचाव और अत्यधिक शराब से परहेज करने से इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 04.02.2025

ফুসফুসের ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি: দৈনিক স্টেটসম্যান, 4th Feb. 2025

ফুসফুসের ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি

মানুষের শরীরের প্রায় প্রত্যেকটা অঙ্গেই কর্কট রোগের আক্রমণ হতে পারে। একেকটা ক্যানসারের লক্ষণ একেক রকম। কিন্তু আজকের আলোচ্য ফুসফুসের ক্যানসার। এই প্রসঙ্গে একটি জার্নালে প্রকাশিত পুরাতন পরিসংখ্যানটি দেখা যাক। তাতে করে এই রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যেতে পারে।

পরিসংখ্যান কী বলে? ১৯৯০ সালে সারা পৃথিবীতে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মহিলা এবং পুরুষ, কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্যানসারই ছিল ফুসফুসের। তাই ফুসফুসের ক্যানসারের গুরুত্ব উন্নত এবং উন্নতশীল দেশে স্বভাবতই অনেকটা বেশি। এই রোগের প্রকোপ বেশি এবং সবরকমের ক্যানসারের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করে আছে ফুসফুসের ক্যানসার। বর্তমানে এই রোগ মহিলাদের মধ্যে বিপজ্জনক ভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪০ সালে মহিলাদের মধ্যে এই রোগের হার ছিল প্রতি লক্ষে সাত জন। এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি লক্ষে ৪২ জনেরও অধিক।

প্রায় ১.১ ১ মিলিয়ন ধূমপায়ী প্রতিবছর ছয় হাজারের বেশি সিগারেট সেবন করেন। এই প্রবণতা যদি না বদলায় বা রোধ করা যায়, তবে এই রোগ মহামারির চেহারা নিতে পারে। বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে যে-হারে ধূমপানের নেশা বেড়ে চলেছে, হিসেব মতো ২০২৫ সালে ধূমপান জনিত কারণে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ মারা পড়বেন। এবং এই মৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে, ফুসফুসের ক্যানসার সিংহভাগ দখল করে থাকবে। সুতরাং এটা আর আলাদা করে বলা প্রয়োজন নেই যে, ধূমপানই হচ্ছে ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ। ধূমপায়ীদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ, অ-ধূমপায়ীদের চেয়ে নয়গুন বেশি।

কত দিনে এই রোগ সৃষ্টি হবে, সেটা নির্ভর করে, কত বেশি সময় ধরে এবং কত পরিমানে ধূমপান করা হচ্ছে, তার ওপর। ধূমপান বন্ধ করলেই কিন্তু এই রোগের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি নিশ্চিত ভাবে কমে যায়। দেখা গেছে, প্রায় ছয় বছরের বেশি সময় লাগে এই রোগের প্রবণতা কমতে। আজকে ধূপপান ছাড়লে, কাল থেকে ঝুঁকি কমে গেল, ব্যাপারটা সে রকম কিছু নয়।

পুরুষরা সাধারণত ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়সে এবং মহিলারা ৭০ বছরে বা তার বেশি বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হন। যে-সব পুরুষ এবং মহিলারা ধূমপান করেন না অথচ ধূমপায়ীদের সঙ্গে থাকার কারণে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হন- তারাও এই ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন, তবে সংখ্যায় কিছুটা কম।

তেলের ফার্নেসে যারা কাজ করেন বা ১৩ থেকে ১৯ বছর বছর বয়সের মধ্যে যারা ধূমপান আরম্ভ করেন, তাদের এই রোগ হতে পারে। যারা অ্যাসবেস্টস নিয়ে কাজ করেন, শহরের যানবাহন এবং কলকারখানার ধোঁয়াও এ রোগের অন্যতম কারণ। ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়ম, কোবাল্ট সেরোনিয়াম এই সব ধাতু নিয়ে যাদের কাজ বা রাসায়নিক পদার্থ যেমন প্রো-মিথাইল ইয়ার নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের ফুসফুসের ক্যানসারের প্রবণতা হয়।

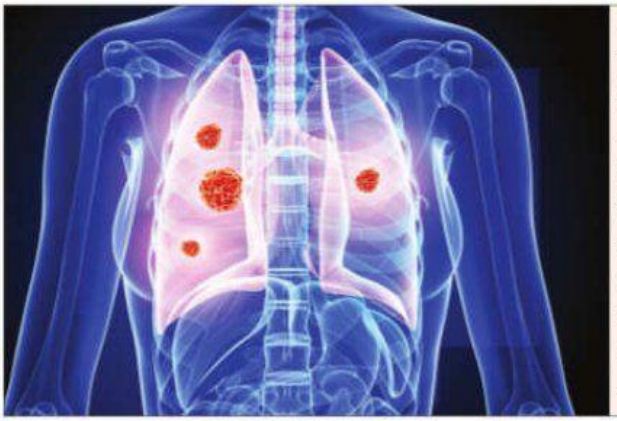

৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যানসার দিবস। নানা অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও, ক্যানসার নামক নীরব ঘাতককে আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি। বর্তমানে চিত্রটা আরও বেশি কঠিন। ফুসফুসের ক্যানসার বিষয়ে, সচেতন করলেন *ডা. প্রকাশ মল্লিক*, এমডি হোমিওপ্যাথ।

আরও একটা তথ্য জানা গেছে। পরিবেশ দূষণ জনিত কারণে ফুসফুসের ক্যানসারের তুলনায়, বংশগত ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে এবং সেটা মারাত্মক। সাধারণত ফুসফুসের ক্যানসারের রোগীকে যত ভালোভাবেই চিকিৎসা করা হোক না কেন, প্রতি দশজন আক্রান্তের মধ্যে একজন, তিন বছরের বেশি বেঁচে থাকেন।

মুক্তির উপায়

এই রোগ থেকে রেহাই পেতে গেলে স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই ক্যানসার প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতন হওয়া ভালো। ছোটবেলায় ধূমপান করার প্রবণতা তৈরি হয় কারণ বাড়ির বয়েজ্যেষ্ঠদের ধূমপান করতে দেখে ছোটরা। এছাড়া বন্ধুদের পাল্লায় পড়েও, তারা ধূমপানে আসক্ত হয়। এই কু-প্রভাব থেকে ছোটদের মুক্ত করতে হলে, গৃহস্তরে এবং বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

দৈনিক স্টেটসম্যান
Tue, 04 February 2025
https://epaper.thestatesman.com/c/76827444

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 04.02.2025

ক্যানসার মানেই হেরে যাওয়া নয়। : আনন্দবাজার পত্রিকা, 4th Feb. 2025

ক্যানসার মানেই হেরে যাওয়া নয়।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, গ্রুপ অ্যাডভাইজার, বি. পি. পোদ্দার হসপিটাল

ক্যানসার শব্দটা শুধু রোগী নয়, পরিবারের সবাইকেই গ্রাস করে ফেলে টেনশনের চাদরে। কষ্ট-যন্ত্রণার সঙ্গে মিলে-মিশে যায় হতাশা, বিষণ্ণতা। লড়াইয়ের আগেই হাল ছেড়ে দেয় রোগী। পরিবারও অপেক্ষা করতে থাকে নিশ্চিত মৃত্যুর। অসহায়তা কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে সবাইকে। অথচ, আধুনিক প্রযুক্তি ক্যানসারের চিকিৎসায় অসাধ্য সাধন করেছে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় ক্যানসারকে এড়িয়ে যেতে পারলে। তার জন্য দরকার সঠিক লাইফস্টাইল। মূলত তিনটি কারণে ক্যান্সার হয় - নেশার প্রভাবে, বংশগত এবং অজানা কারণে। ক্যানসারকে এড়াতে প্রয়োজন সচেতনতা। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে ক্যানসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তার জন্য দরকার ৩৫-৪০ বছরের পর থেকে নিয়মিত চেক-আপ। মহিলাদের ক্ষেত্রে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ই.এস.আর, সি.আর.পি, চেস্ট এক্স-রে, হোল অ্যাবডোমেন ইউ.এস.জি, লাইপেজ-অ্যামাইলেজ, প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট করতে হবে। সার্ভিকাল ক্যানসার প্রতিরোধে নিন ভ্যাকসিন। এর সঙ্গে থাক ইউরিন টেস্ট (আর.ই) ও স্টুল টেস্ট (ও.বি.টি)। পুরুষরা এই সবগুলি টেস্টই করাবেন। শুধু প্যাপ স্মিয়ার টেস্টের পরিবর্তে পুরুষদের করতে হবে প্রস্টেটের জন্য পি.এস.এ টেস্ট। এই টেস্টগুলি করিয়ে অনেকেরই প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়েছে ক্যানসার। সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসা করিয়ে তাঁরা অনেকেই ভালো রয়েছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 05.02.2025

ক্যানসার আক্রান্তের পাশে দাঁড়াতে বার্তা : আনন্দবাজার পত্রিকা, 5th Feb. 2025

ক্যানসার আক্রান্তের পাশে দাঁড়াতে বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রোগ থেকে মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। বরং আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে রোগীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপলব্ধি করে যথাযথ ব্যবস্থা করাও চিকিৎসকের অন্যতম দায়িত্ব। যা এক জন ক্যানসার রোগীর সুস্থতা ও নতুন জীবনের পথে অন্যতম সহযোগিতার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। মঙ্গলবার বিশ্ব ক্যানসার দিবসে সেই সঙ্কল্পের কথাই উঠে এল শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ক্যানসারজয়ীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

চলতি বছরে 'ইউনাইটেড বাই ইউনিক', এই থিমকে সামনে রেখেই পালিত হল বিশ্ব ক্যানসার দিবস। যা আগামী তিন বছর ধরে প্রচার করা হবে। মেডিকা ক্যানসার হাসপাতাল আয়োজিত এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিকিৎসকেরাও জানাচ্ছেন, ক্যানসারের চিকিৎসা জনকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে। সিনিয়র ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, ক্যানসার আক্রান্ত মানেই জীবন শেষ, এটা যেন রোগী না ভাবেন। বরং যে রোগীর যেমন ক্ষমতা, তাঁকে তেমন চিকিৎসা দিতে হবে। যাতে কেউ বিনা চিকিৎসায় না থাকেন। তাঁর কথায়, "রোগের বাইরে গিয়ে, আগে দেখতে হবে ব্যক্তিকে। শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। চিকিৎসা করতে হবে হৃদয় দিয়ে।"

ওই হাসপাতালের স্ত্রী-রোগ ক্যানসার চিকিৎসক অরুণাভ রায় জানাচ্ছেন, ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচ শতাংশের বিপুল খরচ করে চিকিৎসার সামর্থ্য রয়েছে। আর ২৫ শতাংশ শুধু সরকারি চিকিৎসার উপরেই নির্ভরশীল। মাঝের বড় অংশের মাঝামাঝি খরচের সামর্থ্য রয়েছে। সেই পথগুলি রোগীর সামনে উন্মোচন করতে হবে চিকিৎসককেই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানসারজয়ী নাট্যকার চন্দন সেন। আগামী দিনে তাঁর পরিচালনায় ক্যানসারজয়ীদের নিয়ে একটি নাটকও মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ক্যানসার বিভাগের অধিকর্তা, চিকিৎসক সৌরভ দত্ত বলেন, "নাটক হল সৃজনশীলতার প্রকাশ। যে সমস্ত রোগীর মধ্যে সেই প্রতিভা ছিল, তা আবারও তুলে ধরার লক্ষ্যেই 'ক্যানসার জয়ের পরে, মঞ্চ জয়ের পালা'র প্রচেষ্টা।"

একটি ডিম্বাশয় থেকে পায়ুদ্বার পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল ক্যানসার। ২০২০-তে ক্যানসার আক্রান্ত অংশ অস্ত্রোপচারে বাদ দেওয়ার পরে কেমোথেরাপির সময়ে সমস্ত চুল উঠে যাওয়ায় কর্মস্থলে প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল হাওড়ার বৈশালী ভট্টাচার্যকে। সেই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তরুণীকে হাল না ছেড়ে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার পথে হাত বাড়িয়েছিলেন অরুণাভ। এখন এক কন্যার মা বৈশালীকে এ দিন থেকে আবারও কাজের জগতে ফেরার সুযোগ করে দিল ওই হাসপাতাল। সুবীরের কথায়, "ক্যানসার আক্রান্তের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই অনন্য। সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এমন একটা বিশ্ব তৈরি করতে হবে, যেখানে শুধু ভাবনা নয়, বাঁচার জন্য থাকবে ভরসার হাত।"

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

Date: 05.02.2025

ক্যান্সার চিকিৎসায় খরচ কমাতে উদ্যোগী রাজ্য: একদিন, 5th Feb. 2025

ক্যান্সার চিকিৎসায় খরচ কমাতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ আনুষঙ্গিক খরচ কমাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এর প্রাথমিক ধাপ হিসাবে সব জেলা হাসপাতালে অঙ্কলজি আউটডোর পরিষেবা চালু হয়েছে। যেখানে কেমো থেরাপির সুবিধাও মিলছে। আগামী দিনে মহকুমা স্তরেও এই পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে স্বাস্থ্য সূত্রে জানা গেছে। এ রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে মিললেও ফলোআপ থেরাপিতে শুধু বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়। অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ রোগী বা তার পরিবারকেই বহন করতে হয়। এই সমস্যা থেকে তাদের মুক্তি দিতে ই ক্যান্সার চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের পরিষেবা রাজ্যজুড়ে ধাপে ধাপে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ।

জানা গেছে ক্যান্সার রোগীদের নীরাময়ের পরেও বছর দেড়েকের ফলো আপ ট্রিটমেন্ট চলে। সেই সময়ে যে নিয়মিত রক্তপরীক্ষা, সিটি স্ক্যান কিংবা পেট সিটি ইত্যাদির মতো ডায়গনস্টিক পরীক্ষা করাতে হয়। সরকারি হাসপাতালে জলদি ডেট মেলে না বলে, রোগীকে বাইরে থেকেই সে সব করাতে হয় পকেটের টাকা দিয়ে। 'ফ্রন্টিয়ার্স' জার্নালে প্রকাশিত ওই সমীক্ষার রিপোর্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নানা ধরনের নন-মেডিক্যাল খরচে। তাতে বলা হয়েছে, মোট খরচের ৬-২১ যাতায়াতের পিছনে এবং ৪-৫ থাকা-খাওয়ার পিছনে খরচ হয় রোগী-পরিজনের।

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

Date: 05.02.2025

ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে শিশুদের পাশে সিএবি: একদিন, 5th Feb. 2025

ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে শিশুদের পাশে সিএবি

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)-এর ৯৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস, সেইসঙ্গে ৪৫ তম ফ্রাঙ্ক ওরেল ডে উপলক্ষ্যে সমাজসেবাতেও এগিয়ে আসতে দেখা গেল সিএবি'কে। জোকায় ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে ছোট ছোট শিশুদের জন্য খাবারের প্যাকেট তুলে দিলেন সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক ও সিএবি জেলা কমিটির চেয়ারম্যান অর্ণব দাশগুপ্ত। ছিলেন ডঃ সরোজ গুপ্তর ছেলে বিশিষ্ট চিকিৎসক অর্ণব গুপ্ত।

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 05.02.2025

Over 2 lakh patients receive free treatment in 6 yrs
PMJAY boon for cancer patients in Guj : The Asian Age, 5th Feb. 2025

Over 2 lakh patients receive free treatment in 6 yrs

PMJAY boon for cancer patients in Guj

SHASHI BHUSHAN
NEW DELHI, FEB. 4

The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), launched by Prime Minister Narendra Modi, has proven to be an invaluable boon for the poor and middle class in Gujarat, as over two lakh cancer patients received free treatment in the last six years, with the state government marking a pre-approved fund of over ₹2,855 crores for it.

On "World Cancer Day" on Tuesday, a Gujarat government official said that the PMJAY has emerged as a lifeline for patients in need of treatment and diagnosis for serious diseases like cancer.

The official said that a significant stride has been made by the state in providing treatment and diagnosis for cancer patients through the PMJAY-MA scheme. "Over the past six years, more than two lakh cancer patients in the state have received free treatment, with the state government approving over ₹2,855 crores to pre-approved funds for their care. This initiative underscores the state's commitment to making world-class cancer treatment accessible to all," he said.

The official noted that the Gujarat Cancer Research Institute (GCRI), a collaborative effort between the Gujarat government and the Gujarat Cancer Society, has become a cornerstone of cancer treatment and care in the state.

THE GUJARAT govt marking a pre-approved fund of over ₹2,855 crores for cancer patients treatment

"Equipped with state-of-the-art medical facilities, GCRI is fully committed to offering world-class treatment to cancer patients. In 2024, the GCRI registered a total of 25,956 cancer cases, and of these, 17,107 were from Gujarat, 8,843 were from other states, including 4,331 from Madhya Pradesh, 2,726 from Rajasthan, 1,043 from Uttar Pradesh, and the rest from various other states," he said, adding that additionally, six international patients sought treatment at GCRI.

The official pointed out that these statistics reflect the trust and credibility the GCRI has earned as a leading provider of specialised cancer care.

He stated that in a sensitive effort towards cancer treatment and diagnosis for the state's patients, the Gujarat government has adopted a decentralised approach to cancer care, and 35 district day care chemotherapy centres have been established in all districts of the state. These centres provide essential chemotherapy treatment to cancer patients undergoing care at district hospitals.

"As of December 2024, over 71,000 cancer patients had availed themselves of more than 2,03,000 chemotherapy sessions (cycles) at these centres," he said.

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 05.02.2025

পশ্চিমবঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের হার বাড়ছে: দৈনিক স্টেটসম্যান, 5th Feb. 2025

পশ্চিমবঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের হার বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে দেশের অন্যতম প্রধান ক্যানসার হটস্পট-এ পরিণত হচ্ছে, যেখানে ফুসফুসের ক্যানসারের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, রাজ্যে মোট ক্যানসার আক্রান্তের ১৪% ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত, যা জাতীয় গড় ৬%-এর তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাক সেবনই এই প্রবণতার প্রধান কারণ।

তামাক সেবনের তুলনায় রাজ্যে ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে ধূমপান। এর মধ্যে প্যাসিভ স্মোকিংও অন্তর্ভুক্ত, এবং বর্তমানে সক্রিয় ধূমপায়ীদের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে কলকাতায়। পাশাপাশি, আমরা লক্ষ্য করছি যে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের একটি বড় অংশ শিল্পাঞ্চল থেকে আসছেন, যা বায়ু দূষণের ভূমিকার দিকেও ইঙ্গিত করছে," বলেন অধ্যাপক (ড.) অমিতাভ চক্রবর্তী, সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওথোরাসিক ও ভাসকুলার সার্জারি বিভাগ নারায়ণা হেলথ।

ফুসফুসের ক্যানসারের উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হল এর সঠিক সময়ে সনাক্তকরণের অভাব। অনেক সময় এই রোগ ভুল নির্ণীত হয় বা অনেক দেরিতে উন্নত পর্যায়ে শনাক্ত করা হয়, কারণ এর উপসর্গগুলি ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। অধ্যাপক (ড.) অমিতাভ চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসার এবং যক্ষ্মা— উভয়ই প্রচলিত। তাই অনেক সময় দেখা গেছে যে কোনো রোগী রক্তসহ কাশি দেখে যক্ষ্মা ভেবে বিষয়টি অবহেলা করেছেন, যা অনেক দেরিতে ফুসফুসের ক্যানসার হিসেবে ধরা পড়েছে। এই পর্যায়ে রোগ সাধারণত এডভান্স স্টেজ-এ ধরা

পড়ে এবং একমাত্র প্যালিয়েটিভ কেয়ার চিকিৎসাই সম্ভব হয়, এবং নিরাময়ের আর কোনো সুযোগ থাকে না।"

ড. চক্রবর্তীর মতে, ফুসফুসের ক্যানসারের কার্যকর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে রোবটিক-সহায়ক সার্জারির মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, যা ক্যানসারের চিকিৎসা আরও উন্নত ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে।

"আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দা ভিঞ্চি'র মতো উন্নত প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার করে রোবটিক সার্জারি রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার আক্রান্তদের ক্ষেত্রে। এটি দ্রুত আরোগ্য লাভ, কম ব্যথা এবং হাসপাতালের থাকার সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করে। রোগীদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি স্বাভাবিক জীবনে দ্রুত ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করে, আর সার্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে, রোবটিক সার্জারি অস্ত্রোপচারের সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি করে, উন্নত দৃশ্যমানতা প্রদান করে এবং সংবেদনশীল রক্তনালীগুলোর আরও নিখুঁত পরিচালনা নিশ্চিত করে," ব্যাখ্যা করেন তিনি।

এছাড়াও, ড. চক্রবর্তীর মতে, ফুসফুসের টিউমার অপসারণের ক্ষেত্রে রোবটিক সার্জারি প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অধিক কার্যকর, কারণ এতে অনেক সুবিধা রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, "উদাহরণস্বরূপ, দা ভিঞ্চি'র নির্ভুল সিস্টেম ও ৩-ডি ক্যামেরা উন্নত দৃশ্যমানতা প্রদান করে, যা সার্জনদের জন্য দুরূহ অংশ থেকেও ফুসফুসের টিস্যু ও লিম্ফ নোড সঠিকভাবে অপসারণ করা সহজ করে তোলে। এটি আরও বড় পরিসরে নড়াচড়া করার সুবিধা দেয়। ছোট কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া এই পদ্ধতিতে কম শারীরিক ক্ষতি হয়, দাগ কম পড়ে এবং সুস্থ হয়ে ওঠার সময়ও কম লাগে। পাশাপাশি, এটি জটিলতা হ্রাস করে, হাসপাতালে থাকার সময় কমায় এবং রোগীদের স্বাভাবিক জীবনে দ্রুত ফিরে আসতে সাহায্য করে," যোগ করেন ড. চক্রবর্তী।

ড. চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ এখনও রোবটিক-সহায়ক সার্জারি সম্পর্কে সচেতন নন এবং অনেকেরই ভুল ধারণা যে সার্জারি পুরোপুরি রোবটের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়, যা সত্য নয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, "প্রকৃতপক্ষে, একজন দক্ষ সার্জনই রোবটিক সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপারেশন সম্পন্ন করেন। রাজ্যে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে চিকিৎসা সহজলভ্য করা এবং ক্যানসারের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য রোবটিক-সহায়ক সার্জারির দ্রুত প্রসার অত্যন্ত জরুরি।"

ফুসফুসের ক্যানসার সাধারণত উন্নত পর্যায়ে ধরা পড়ে, তাই এই মারাত্মক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। ড. চক্রবর্তী বলেন, "রোগীদের, বিশেষ করে ধূমপায়ীদের বা যাদের পরিবারে ফুসফুসের ক্যানসারের ইতিহাস রয়েছে, তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং রোগের সম্ভাব্য লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী কাশি, বুকের ব্যথা, হেমোপ্টিসিস (রক্তসহ কাশি) বা অকারণ ওজন কমে যাওয়ার মতো উপসর্গগুলিকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং দ্রুত চিকিৎসা পরীক্ষা করা উচিত। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের জন্য নিয়মিত স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন, যা একটি বিস্তারিত ক্লিনিক্যাল মূল্যায়নের মাধ্যমে শুরু হওয়া উচিত।"

তিনি বিশ্বাস করেন যে, ফুসফুসের ক্যানসারকে পরাজিত করার মূল চাবিকাঠি হল প্রতিরোধ। "প্রতিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ধূমপান বন্ধ করা এবং প্যাসিভ স্মোকিং থেকে দূরে থাকা। ধূমপানকে জীবন থেকে বর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও তামাক চিবানো বন্ধ করা অপরিহার্য, এবং তামাক বিজ্ঞাপন, বিশেষ করে সেলিব্রিটিদের দ্বারা প্রচারিত বিজ্ঞাপন, সীমিত করার জন্য প্রয়াস চালানো উচিত যাতে এর ব্যবহার কমে।"

The Statesman

Date: 05.02.2025

Cancer awareness programme organised: The Statesman, 5th Feb.2025

Cancer awareness programme organised: An awareness programme was organised by a city hospital on the occasion of World Cancer Day, observed every year on 4 February, on Tuesday. In India, cancer cases are rising rapidly. Experts from the Indian Council of Medical Research (ICMR) have predicted a 12.8 per cent increase in cancer cases in India by 2025. On the occasion, Dr Sanjeev Gupta, Medical Director, Action Cancer Hospital, highlighted that cancer cases are rapidly increasing in India, and it is important to pay attention to the growing concern. He emphasised that detecting symptoms early and seeking timely medical intervention can lead to more effective treatment and faster recovery.

'Walk of Hope' conducted to spread awareness on World Cancer Day: The Statesman, 5th Feb.2025

'Walk of Hope' conducted to spread awareness on World Cancer Day: In a united effort to spread awareness about cancer and emphasise the importance of early detection, students of Orchids The International School, Delhi-NCR conducted the 'Walk of Hope` in collaboration with the Indian Cancer Society (ICS)-Delhi, on World Cancer Day. The 'Walk of Hope` featured an impactful 'Nukkad Natak` (street play) performed by the students, followed by an informative workshop by the ICS Team for the school staff to make them aware and engage as a community in the fight against cancer. Renuka Prasad, Joint Secretary, Indian Cancer Society-Delhi, said, "Cancer awareness is crucial in reducing the disease's global impact. Medical check-up camps and awareness initiatives empower individuals with the correct knowledge and encourage early detection, ultimately saving lives."

'Unify to Notify' Campaign launched: The Statesman, 5th Feb.2025

'Unify to Notify' campaign launched: Apollo Cancer Centres, in collaboration with the Oncology Forum of Delhi, Cancer Centre AIIMS, and Delhi Cancer Registry (DCR) launches a nationwide campaign ~ Unify to Notify ~ on World Cancer Day. The campaign urges the government to classify cancer as a notifiable disease, a much-needed critical step for combating the menace of the disease. India currently reports over 14 lakh new cancer cases annually, with the number expected to rise to 15.7 lakhs by 2025. While 15 states, including Haryana, Karnataka, Tripura, West Bengal, Punjab, Mizoram, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, and Rajasthan, have already made cancer a notifiable disease, nationwide implementation remains a necessity.

The Statesman

Date: 06.02.2025

Health project launched: The Statesman, 6th Feb.2025

Health project launched: On World Cancer Day, Artemis Hospitals, in association with Signature Global Foundation, announced the launch of a health project, AarogyaRise earlier this month. This initiative will look to address the alarming issue of lack of access to healthcare in rural and underserved communities by adopting a mobile health clinic and fully equipped healthcare buses offering cancer screenings and other critical services. These buses will focus on villages and slums around Gurgaon and shall then provide essential screenings to people and much-needed ICU services. The key focus of the Artemis Hospitals is cancer awareness and early detection.

'Cancer Awareness Programme': The Statesman, 6th Feb.2025

'**Cancer Awareness Programme**': Fortis Hospital Manesar, in collaboration with the National Highway Authority of India, marked World Cancer Day with a successful "Cancer Awareness Programme" held at the Kherki Daula Toll Plaza on the Delhi-Jaipur Highway. The event underscored the importance of cancer awareness and showcased Fortis Healthcare's dedication to providing cutting-edge cancer treatment.

The Statesman

Date: 07.02.2025

3rd Annual Cancer Conclave 2025: The Statesman, 7th Feb.2025

3rd Annual Cancer Conclave 2025: UHAPO, one of the leading cancernavigation and home care enterprises, organised the third edition of The CancerConclave 2025, a virtual gathering of prominent oncologists, Policymakers,researchers, NGOs, industry representatives, cancer survivors, and caregiversto discuss advancements, challenges, and the future of cancer care in India. Dr Kumar Prabhash, a medical oncologist from Mumbai,highlighted the need for advocacy in cancer care, remarking, 'advocacy incancer care is crucial˜not just for raising awareness, but for driving systemicchange.`

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 07.02.2025

DRL arm inks deal to commercialise cancer drug: The Asian Age, 7th Feb. 2025

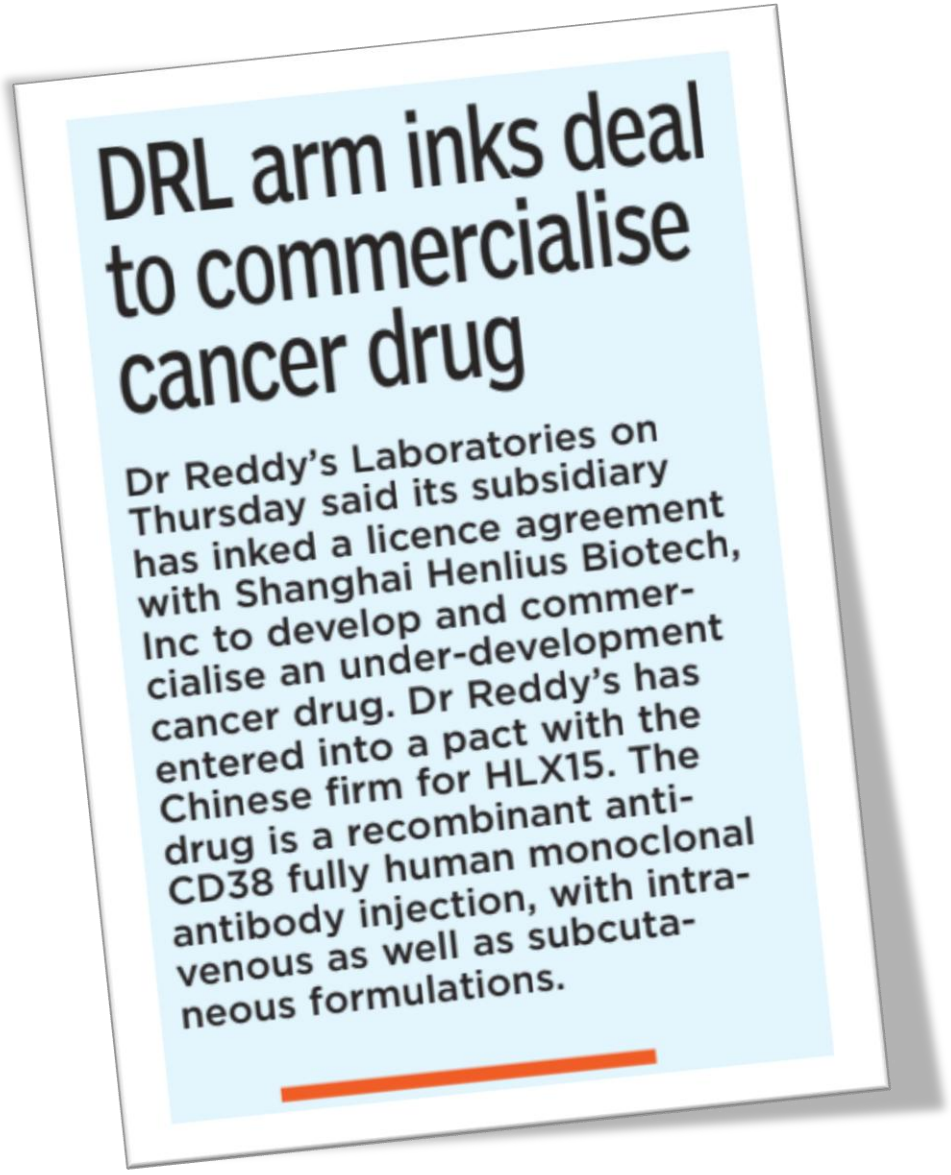

DRL arm inks deal to commercialise cancer drug

Dr Reddy's Laboratories on Thursday said its subsidiary has inked a licence agreement with Shanghai Henlius Biotech, Inc to develop and commercialise an under-development cancer drug. Dr Reddy's has entered into a pact with the Chinese firm for HLX15. The drug is a recombinant anti-CD38 fully human monoclonal antibody injection, with intravenous as well as subcutaneous formulations.

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 12.02.2025

কেন ফিরে আসে স্তন ক্যানসার, রহস্যভেদের দাবি: আনন্দবাজার পত্রিকা, 12th Feb. 2025

কেন ফিরে আসে স্তন ক্যানসার, রহস্যভেদের দাবি

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

কেউ কেউ ওষুধ পড়তেই একেবারে সুস্থ হয়ে যান, যে মারণ রোগ শরীরে বাসা বেঁধেছিল, তা আর ফিরে আসে না। কারও ক্ষেত্রে কয়েক বছরের মধ্যেই নতুন করে দেখা দেয় উপসর্গ। ফিরে আসে ক্যানসার। স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রায়শই এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। অনেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। এর কারণ জানতে গবেষণা শুরু করেছিলেন কল্যাণীর 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জিনোমিক্স' (এনআইবিএমজি)-এর বিজ্ঞানীরা। দু'বছরের লাগাতার চেষ্টায় রহস্যভেদ হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তাঁদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'কমিউনিকেশন বায়োলজি' জার্নালে।

এই গবেষণায় যুগ্ম ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এনআইবিএমজি-র অধ্যাপক নিধান বিশ্বাস এবং টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের ডিরেক্টর সুদীপ গুপ্ত। এ ছাড়াও যুক্ত ছিলেন 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট' (আইএসআই)-এর বিজ্ঞানী পার্থপ্রতিম মজুমদার, এনআইবিএমজি-র অধ্যাপক বিজ্ঞানী অরিন্দম মৈত্র।

বিজ্ঞানীরা জানান, স্তন ক্যানসারের সবচেয়ে পরিচিত ধরন— ইআর/পিআর (ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন) পজ়িটিভ এবং এইচইআর২ নেগেটিভ। এই ক্যানসারে অ্যান্টি-ইস্ট্রোজেন বা অ্যারোমাটিজ় ইনহিবিটরের মতো হরমোন থেরাপির সাহায্যে রোগীর চিকিৎসাও সম্ভব। কিন্তু বহু রোগী ক্যানসার-মুক্ত হয়ে গেলেও কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা কাজ দেয় না। ঘনঘন ক্যানসার ফিরে আসে। এই 'ড্রাগ রেজ়িসস্ট্যান্স' বা ওষুধে কাজ না দেওয়ার জিনগত কারণ রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট ছিল না এত দিন। নিধান জানান, রহস্যের সমাধান করতে তাঁরা প্রথমেই স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করে জিনোমিক সিকোয়েন্সিং করেন।

গবেষকদলের অন্যতম সদস্য পিএইচডি ছাত্র অর্ণব ঘোষ জানান, তাঁরা ইআর/পিআর পজ়িটিভ এবং এইচইআর নেগেটিভ রোগীদের বেছে নিয়েছিলেন গবেষণার জন্য, যে হেতু এই ধরনের স্তন ক্যানসারই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। দু'ধরনের রোগীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এক দল, যাঁরা হরমোন থেরাপিতে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন (পাঁচ-ছ'বছর হয়ে গিয়েছে ক্যানসার ফিরে আসেনি, কোনও উপসর্গও নেই)। অন্য দলটি হল, যাঁদের অল্প সময়ের মধ্যে ক্যানসার ফিরে এসেছে।

অর্ণব জানান, যাঁদের শরীরে ক্যানসার ফিরে এসেছে, তাঁদের তিনটি জিনে 'রেজ়িসট্যান্স মিউটেশন সিগনেচার' দেখা গিয়েছে। টিপি৫৩, পিআইকে৩সিএ, ইএসআর১— এই তিনটি জিনে মিউটেশন ঘটেছে ওই সব রোগীর। এঁদের 'জিনোম ইনস্টেবিলিটি'-ও রয়েছে। অর্থাৎ এঁদের টিউমার কোষে ডিএনএ খন্ডবিখণ্ড হয়ে ক্রোমোজ়োম এর পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। ডিএনএ মেরামতির কাজ শরীরে হচ্ছে না। তৃতীয় 'সিগনেচার' হচ্ছে টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া।

নিধান জানান, তাঁদের গবেষণায় অনেকটাই স্পষ্ট, এই সাব-টাইপের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত কিছু রোগী চিকিৎসায় কেন সুস্থ হচ্ছেন না। তিনি বলেন, "টিউমার অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়ার পরে যদি জেনেটিক পরীক্ষা করে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, তা হলে রোগীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। সামান্য উপসর্গ দেখা গেলেই তা চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ করা যাবে, দরকারে ফের অস্ত্রোপচার করা যাবে।"

ক্যানসার শল্যচিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় জানান, ইআর/পিআর পজ়িটিভ এবং এইচইআর২ নেগেটিভ— এই সাবটাইপের ক্যানসার হলে রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কিন্তু বেশির ভাগ রোগী সুস্থ হয়ে গেলেও কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। তাঁর কথায়, "যাঁরা চিকিৎসায় সুস্থ হচ্ছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে যদি ওই জিনগুলি দায়ী হয়, জিনোম ইনস্টেবিলিটি কাজ করে, সেই তথ্য জানতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে চিকিৎসায় উপকার হবে।"

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 12.02.2025

एसएसकेएम में पहला हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी विभाग:सन्मार्ग, 12th Feb. 2025

एसएसकेएम में पहला हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी विभाग

ओरल कैंसर के मरीजों का होगा नि:शुल्क इलाज

मधुर चतुर्वेदी

कोलकाता : तंबाकू, धूम्रपान और गुटखा सेवन के कारण ओरल कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह समस्या खासकर उन लोगों में अधिक देखी जा रही है जो लंबे समय तक तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। ओरल कैंसर का इलाज महंगा होने के कारण कई मरीज समय पर उपचार नहीं करा पाते। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एसएसकेएम अस्पताल में राज्य का पहला हेड एंड नेक सर्जरी विभाग शुरू किया जा रहा है। इस नई पहल के तहत आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी और 22 बेड वाला वार्ड तैयार किया गया है। इससे राज्य में हर साल लगभग 300 कैंसर मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। एसएसकेएम अस्पताल को नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे कैंसर उपचार की सुविधाओं में और अधिक मजबूती आएगी। इस नई सुविधा के शुरू होने से राज्य के मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें इलाज के लिए अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की यह पहल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे लाखों रुपये की लागत वाले ओरल और हेड एंड नेक कैंसर के इलाज की सुविधा मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध होगी।

गरीब मरीजों को मिलेगा लाभ

ओरल कैंसर के इलाज में कम से कम 5 से 10 लाख रुपये तक का खर्च आता है, जो कई मरीजों के लिए वहन कर पाना मुश्किल होता है। एसएसकेएम अस्पताल में हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी विभाग के शुरू होने से गरीब मरीजों को नि:शुल्क और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। डॉ. सेनगुप्ता ने यह भी बताया कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या गुटखा व तंबाकू का अधिक सेवन करते हैं, उन्हें ओरल कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। ■

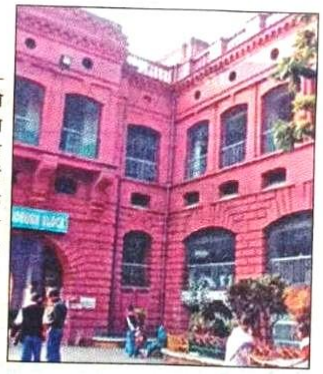

टाटा कैंसर अस्पताल के बाद एसएसकेएम की बड़ी उपलब्धि : मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के बाद एसएसकेएम अस्पताल के हेड एंड नेक सर्जरी विभाग को चार एमसीएच (मास्टर ऑफ चिरुर्जिया) डॉक्टरों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। यह पश्चिम बंगाल के चिकित्सा जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एसएसकेएम के वरिष्ठ ओटोलैरिंजोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अरुणाभ सेनगुप्ता ने बताया कि यह पहली बार है जब राज्य में किसी अस्पताल में हेड एंड नेक सर्जरी विभाग शुरू किया गया है। एसएसकेएम ने नेशनल मेडिकल काउंसिल से चार एमसीएच सीटों की मांग रखी थी जिसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि देशभर में एमसीएच की कुल 17सीटें ही हैं। इनमें टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के पास 4 सीटें, दिल्ली एम्स के पास 2 सीटें, ऋषिकेश एम्स के पास 2 सीटें, कोची स्थित अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन के पास 1 सीट है। एसएसकेएम अस्पताल को भी 4 सीटें प्रदान की गई हैं।

लंबित मामलों का होगा समाधान : डॉ. सेनगुप्ता के अनुसार, अस्पताल में करीब 350 ओरल कैंसर के मामले लंबित हैं। उन्होंने बताया कि एक सर्जरी में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी विभाग के शुरू होने से हर दिन तीन से चार सर्जरी की जा सकेंगी, जिससे मरीजों को शीघ्र उपचार मिलेगा। इससे लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 13.02.2025

ক্যানসার দিবসে: আনন্দবাজার পত্রিকা, 13th Feb. 2025

ক্যানসার দিবসে

রোটারি সদনে বুধবার পালিত হল 'বিশ্ব ক্যানসার দিবস'। প্রায় ২০০ জন ক্যানসারজয়ী ও কয়েক জন ক্যানসার চিকিৎসককে নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইন্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি। তাঁরা ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে পদযাত্রায় যোগ দেন। এর পরে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ক্যানসারজয়ীরা। চিকিৎসায় ভাল ফল পেতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়ার দিকটি উঠে আসে তাঁদের কথায়। ক্যানসার যে আধুনিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সারানো সম্ভব, সেই দিকটিতে এবং রোগীদের প্রতি সমাজের মনোভাব পাল্টানোর উপরে জোর দেন চিকিৎসকেরা। অনুষ্ঠানে ছিলেন ক্যানসার শল্য চিকিৎসক অরুণাভ সেনগুপ্ত, ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়, সায়ন পাল, শুভদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 16.02.2025

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে মঞ্চে স্বীকৃতি রোগীর অভিভাবকদেরও: আনন্দবাজার পত্রিকা, 16th Feb. 2025

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে মঞ্চে স্বীকৃতি রোগীর অভিভাবকদেরও

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্যানসারে বাদ গিয়েছিল একটি হাত। তার পরেও জীবনটা থেমে যায়নি। বরং ছবি আঁকার সূত্রে পরিচয় হওয়া তরুণী তাঁর দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন দেগঙ্গার তরুণ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায়ের বেঁচে থাকা আর একটি হাত। আট বছর আগের সেই হাতের-বন্ধন আজও অটুট। স্ত্রী সুস্মিতা চক্রবর্তী চট্টোপাধ্যায়ের থেকে পাওয়া মানসিক জোরেই আজও ক্যানভাসে জীবন জয়ের গল্প রঙ-তুলিতে ফুটিয়ে তোলেন দেবরাজ।

শিশু ক্যানসার রোগীদের নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'লাইফ বিয়ন্ড ক্যানসার' আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে এসে জীবন-যুদ্ধে জয়ের স্বাদ ভাগ করে নিলেন দেবরাজ-সুস্মিতা। এক জন ক্যানসার আক্রান্তকে রোগের সঙ্গে লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি মানসিক জোর দিতে পারেন তাঁর কাছের মানুষ কিংবা অভিভাবকেরা। তাই সেই সব অভিভাবকদেরও এ দিন মঞ্চের স্পট লাইটের নীচে নিয়ে এল ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আট জন শিশুর মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হল সংবর্ধনা। সেই তালিকাতেই যুক্ত ছিলেন সুস্মিতাও। বললেন, ''দেবরাজের সঙ্গে সমস্ত অনুষ্ঠানেই আমি যাই। যাতে আর পাঁচ জন জানতে ও বুঝতে পারেন ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষেরও স্বাভাবিক জীবন, নিরোগ স্ত্রী থাকতে পারেন।'' ওই তরুণীও পেশায় চিত্রশিল্পী। দু'জনে মিলে তৈরি করেছেন অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র 'রঙিন দিগন্ত'।

■ রঙিন: ক্যানসার আক্রান্তদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার, রবীন্দ্র সদনে। *ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

ঠিক সময়ে ধরা পড়লে এবং তার যথাযথ চিকিৎসা হলে ক্যানসার আক্রান্ত এক জন শিশুর জীবনও আর পাঁচ জনের মতোই রঙিন হয়ে উঠতে পারে। সেই লক্ষ্য থেকেই শহরের চারটি সরকারি হাসপাতাল এবং বিভিন্ন বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার তরফে পার্থ সরকার বলেন, ''জেলা থেকে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা বহু শিশু শহরে আসে চিকিৎসা করাতে। কোনও ভাবেই যাতে মাঝপথে তাদের চিকিৎসা বন্ধ না হয়, সেটায় জোর দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তাই ওই সব হাসপাতালে আমাদের সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। বাচ্চাদের নিয়ে মায়েদের থাকার দুটি জায়গাও করেছি।''

কড়া ডোজের ওষুধ, কেমোথেরাপির পরে সুস্থ জীবনে যখন একটা শিশু ফিরতে থাকে, তখন তাকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজও করে পার্থদের সংস্থা। সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছরের মতো এ বারও রবীন্দ্র সদনে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। যেখানে 'ও যে আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানে থেমো না' গানে অন্যদের সঙ্গে একই ছন্দে তাল মিলিয়ে ক্যানসার জয়ীরাও নৃত্য পরিবেশন করলেন। এ ছাড়াও আলোকিত মঞ্চে একের পর এক গানে নৃত্য উপস্থাপনা করলেন তাঁরা।

'আজ ও কাল' এই ভাবনাতেই আয়োজিত গোটা নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য ক্যানসার জয়ীদেরও তালিম দিয়েছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও তাঁর নৃত্যগোষ্ঠী। একই ভাবে শিশু ক্যানসার রোগীদের পাশে থাকতে সঙ্গীত শিল্পী আরমান রশিদ খান, অনীক ধর, অভিনেত্রী দেবলীনা দত্তেরা গান-নাচ মঞ্চস্থ করলেন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক চৈতী ঘোষাল ও সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বার বার তুলে ধরলেন জীবনের জয়গানের কথা।

The Statesman

Date: 18.02.2025

Walk for Life- stride Against Cancer hosted: The Statesman, 18th Feb.2025

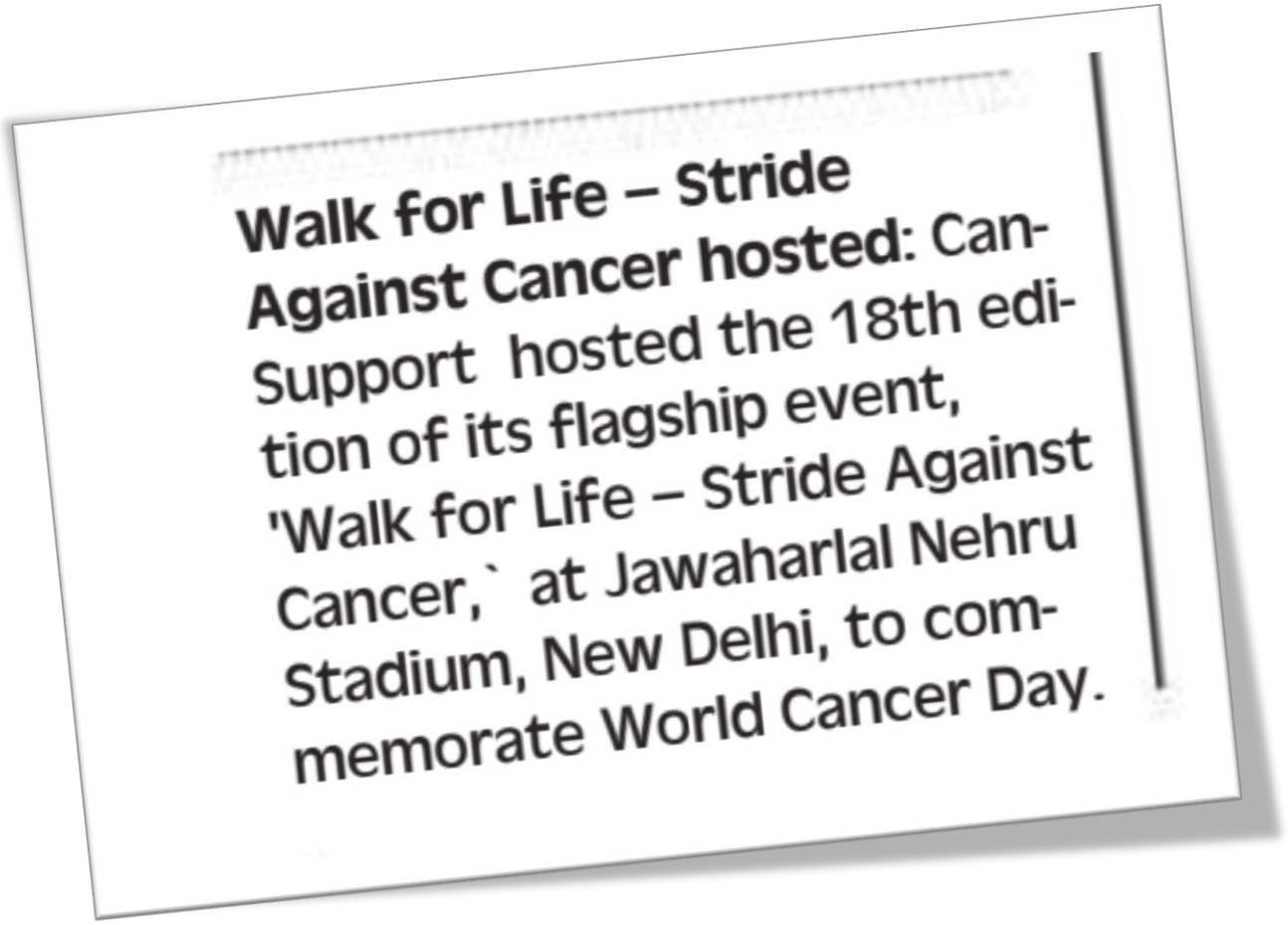

Walk for Life – Stride Against Cancer hosted: Can-Support hosted the 18th edition of its flagship event, 'Walk for Life – Stride Against Cancer,` at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi, to commemorate World Cancer Day.

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 18.02.2025

২০২৬ অর্থবর্ষে ২০০টি ডে-কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার: দৈনিক স্টেটসম্যান, 18th Feb. 2025

২০২৬ অর্থবর্ষে ২০০টি ডে-কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক দেশের ৭৫০টিরও বেশি জেলা হাসপাতালে ২০০টি ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপন শুরু করেছে।

'আমরা এই ৭৫০টিরও বেশি জেলা হাসপাতালের জন্য সমীক্ষা শুরু করেছি। বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর আমরা সেগুলিকে উন্নত করার পরিকল্পনা করেছি। তারপর আমরা ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করব', বলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আগামী তিন বছরের মধ্যে সমস্ত জেলা হাসপাতালে ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সরকার আগামী তিন বছরের মধ্যে সমস্ত জেলা হাসপাতালে ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করবে। ২০২৫-২৬ সালে ২০০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

স্বাস্থ্য সচিব বলেন, এই ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্রগুলি স্থাপনের জন্য আগামী তিন বছরে মোট আনুমানিক ব্যয় হবে ৩২০০ কোটি টাকা।

ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য হল, প্রয়োজনীয় ক্যান্সার পরিষেবাগুলি বাড়িতে নিয়ে আসা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা কম পরিষেবা পান তাদের জন্য।

কেমোথেরাপি পরিষেবা প্রদান এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ ও সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনার দিকেও মনোনিবেশ করা হয়েছে। দেশে ক্যান্সারের কারণে ক্রমবর্ধমান অসুস্থতা দেখা দিয়েছে, যা বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের ১.৬ লক্ষ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে ৩০ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিদের জন্য ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব

স্বাস্থ্য মন্ত্রক গত দশকে, ১৯টি রাজ্য ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং ২০টি টারশিয়ারি ক্যান্সার কেয়ার সেন্টারের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। ২২টি নতুন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এর সবকটিতেই ক্যান্সার চিকিৎসার সুবিধা অনুমোদিত হয়েছে।

বাজেটে নির্বাচিত ক্যান্সার ও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধের উপর সম্পূর্ণ ছাড় ও ছাড়ের শুল্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রীবাস্তব বলেন, ২০১৫ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য বাজেটে, বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে মন্ত্রককে ৯,৪০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি-পিএমজেএওয়াই) প্রকল্পের আওতায় মহিলারা মোট ক্যান্সারের ৪৭% চিকিৎসা করেছেন, যার মূল্য ১৯,৭৩৭ কোটি টাকা। বিশ্বের বৃহত্তম বিমা প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত পিএমজেএওয়াই-এর অধীনে করা চিকিৎসার ৩৫%-ই ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট। এই প্রকল্পে মধ্যম ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালে ভর্তির জন্য পরিবার পিছু প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

মন্ত্রক জানিয়েছে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় থাকা নাগরিকদের জন্য সময়মতো ক্যান্সারের চিকিৎসা ৯০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের গ্লোবাল ক্যান্সার অবজারভেটরির তথ্য অনুযায়ী, ভারতে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ক্যান্সার হল মুখের গহ্বর, ফুসফুস এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সার, যেখানে মহিলাদের মধ্যে স্তন, জরায়ুমুখ এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

স্বাস্থ্য সচিব বলেন, এই ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্রগুলি স্থাপনের জন্য আগামী তিন বছরে মোট আনুমানিক ব্যয় হবে ৩২০০ কোটি টাকা। ডে-কেয়ার ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য হল প্রয়োজনীয় ক্যান্সার পরিষেবাগুলি বাড়ির নিকটে নিয়ে আসা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা কম পরিষেবা পান, তাঁদের জন্য। বর্তমানে কেমোথেরাপি পরিষেবা প্রদানের দিকেও মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 18.02.2025

শিশুদের ক্যানসারের বিরুদ্ধে সচেতনতার উদ্যোগ: দৈনিক স্টেটসম্যান, 18th Feb. 2025

শিশুদের ক্যানসারের বিরুদ্ধে সচেতনতার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রতি রোটারি ক্লাব ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর সহযোগিতায় আয়োজিত একটি অলাভজনক উদ্যোগ 'লাইফ বিয়ন্ড ক্যান্সার' নামক একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যার বার্তা ছিল 'নো চাইল্ড শুড ডাই অফ ক্যান্সার'। এর উদ্দেশ্য হল, ভবিষ্যতে যাতে কোনও শিশুর ক্যান্সারে মৃত্যু না হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত ছোট-ছোট শিশুদের সেরে ওঠা এবং ভাল থাকার জন্যই তাদের প্রতি উৎসর্গ করা হয় এই অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, 'ক্যান্সার শুধুমাত্র রোগীর ওপর প্রভাবে ফেলে তাই নয়, পরিবারের ওপরেও তার ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।' এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে রোগের সঙ্গে লড়াই করা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা যায় সে-বিষয়ে তিনি, তাঁর টিম 'ভাবনা আজ-ও-কাল' এবং ডিস্ট্রিক্ট রোটারি ৩২৯১, এরকম পরিবারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সকলকে আহ্বান জানান। কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সাইকোথেরাপিস্ট ডা. মিনু বুধিয়া এই মহান

উদ্যোগে সামিল হবার জন্য ঋতুপর্ণাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'এই উদ্যোগের ফলে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। জীবন বাঁচাতে আমাদের সকলকে সহানুভূতিমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।'

সংবাদ প্রতিদিন

Date: 19.02.2025

৬ মাসেই মহিলাদের ক্যানসারের ভ্যাকসিন: সংবাদ প্রতিদিন, 19th Feb. 2025

৬ মাসেই মহিলাদের ক্যানসারের ভ্যাকসিন

নয়াদিল্লি : আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে দেশের বাজারে আসছে মারণ রোগ ক্যানসারের ভ্যাকসিন। তবে শুধু মেয়েদের জন্য। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের কাছে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রতাপরাও যাদব। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, নয় থেকে ষোলো বছর বয়সি মেয়েরা এই টিকা নিতে পারবে। প্রতাপরাও যাদব জানান, ক্যানসারের ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। বর্তমান ট্রায়াল চলছে। যাদব বলেন, "দেশে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় সরকার। ৩০ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের হাসপাতালে স্ক্রিনিং করা হবে এবং রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য ডে-কেয়ার ক্যানসার সেন্টার স্থাপন করা হবে। একই কারণে সরকার ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের শুল্ক মকুব করেছে।" এর পরেই তিনি বলেন, "মহিলাদের ক্যানসারের ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। ট্রায়াল চলছে। এটা দেশের বাজারে আসবে পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে। নয় থেকে ষোলো বছর বয়সি মেয়েরা এই ভ্যাকসিন নিতে পারবে।" যাদব জানান, স্তন, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবার ক্যানসারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে এই ভ্যাকসিন।

The Statesman

Date: 23.02.2025

'Gulabi Pankh' initiative to combat breast cancer awareness crisis among rural women: The Statesman, 23rd Feb. 2025

'Gulabi Pankh' initiative to combat breast cancer awareness crisis among rural women: Taking a decisive step toward addressing the alarming lack of breast cancer awareness in rural India, Rotary International District 3011 launched 'Gulabi Pankh,' a large-scale initiative dedicated to educating and empowering women in underserved communities. The campaign focuses on breast cancer screenings, awareness sessions, and self-examination training, ensuring life-saving interventions reach those who need them the most.

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 24.02.2025

बीते 10 वर्षों में 460 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए और इनमें दूसरे देशों के भी बहुत सारे उपग्रह भेजे गए

सस्ती होंगी कैंसर की दवाएं, खुलेंगे डे केयर सेंटर :सन्मार्ग, 24th Feb. 2025

बीते 10 वर्षों में 460 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए और इनमें दूसरे देशों के भी बहुत सारे उपग्रह भेजे गए

सस्ती होंगी कैंसर की दवाएं, खुलेंगे डे केयर सेंटर

नयी दिल्ली : 'सरकार आम जन की मुश्किल को आसान करने जा रही है। कैंसर की दवाएं सस्ती की जा रही हैं। केंद्रीय बजट में कैंसर को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। अब अस्पतालों में कैंसर क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ये क्लिनिक आपके नजदीकी अस्पतालों में खोले जा रहे हैं। कैंसर डे केयर सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां कैंसर मरीजों की दवाओं, जांचों और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि कैंसर से सुरक्षा के लिए सावधान और जागरूक होना होगा।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में उक्त बातें कहीं। वे यहां बालाजी सरकार कैंसर इन्स्टिट्यूट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने रविवार को आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 119वीं कड़ी में अपने विचारों को साझा करते हुए अपने श्रोताओं के समक्ष विभिन्न विचारों को सामने रखा।

वैश्विक खेल शक्ति

मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों में देशभर के 11,000 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास के दौरान बागेश्वर धाम में पूजा-अर्चना की

उत्तराखंड अब देश में खेलों के मजबूत बल के रूप में भी उभर रहा है। इस बार उत्तराखंड सातवें स्थान पर रहा।

आरामतलब चैंपियन नहीं बनते

मोदी ने कहा, 'कंफर्ट (आरामतलबी) के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है, हमारे युवा एथलीटों की दृढ़ता और उनके अनुशासन के साथ भारत आज वैश्विक खेल शक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

खिलाड़ियों को बधाई

मोदी ने इन खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय सशस्त्र बलों की टीम सर्विसेज को बधाई दी और हर खिलाड़ी की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस शिरसे और आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी ने देश को नयी उम्मीदें दी हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव और हरियाणा की ऊंची कूद

मोटापे पर मोदी ने जताई चिंता

प्रधानमंत्री ने स्वस्थ देश के लिए मोटापे की समस्या से निपटने पर बल देते हुए देशवासियों से खाने के तेल की खपत में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आह्वान किया।

मोदी ने एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि आज हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है और बीते कुछ वर्षों में ऐसे मामले दोगुने हो गए हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या चार गुना बढ़ गयी है। डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दुनिया-भर में करीब 250 करोड़ लोगों का वजन आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा था। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है लेकिन सब मिलकर छोटे-छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं।

प्रतिस्पर्धा की खिलाड़ी पूजा और कर्नाटक की तैराक धिनिधि देसिन्धु ने देशवासियों का दिल जीता।15 साल के निशानेबाज गेविन एंटनी, उत्तर प्रदेश की हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 साल की अनुष्का यादव और मध्य प्रदेश के 19 साल के पोलवाल्टर देव कुमार मीणा ने साबित किया कि भारत में खेलों का भविष्य बेहद प्रतिभावान पीढ़ी के हाथों में है।

परीक्षाओं के लिए शुभकामना

मोदी ने बोर्ड की परीक्षाओं के लिए छात्रों को शुभकामनाएं दीं और बगैर किसी तनाव के तथा सकारात्मक सोच के साथ परीक्षाएं देने का संदेश दिया। मोदी ने कहा कि इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को नये तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और विशेषज्ञों के साथ आठ अलग-अलग संस्करण इसमें शामिल किए गए। इनमें परीक्षाओं के अलावा स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा खान-पान जैसे विषयों को भी शामिल किया गया।उन्होंने कहा, 'मेरा यही संदेश है..'बो हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री' (खुश और तनावमुक्त रहिए)।'- एजेंसियां

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 25.02.2025

ক্যানসারে তৃতীয় ভারত: আনন্দবাজার পত্রিকা, 25th Feb. 2025

ক্যানসারে তৃতীয় ভারত

লন্ডন, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বব্যাপী ক্যানসারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ভারতে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে গড়ে তিন জন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যেখানে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাতিক হার বেশি। 'দ্য ল্যানসেট রিজিয়নাল হেলথ সাউথইস্ট এশিয়া' জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, আমেরিকায় ক্যানসারে মৃত্যুর হার প্রতি চার জনের মধ্যে গড়ে এক জন এবং চিনে প্রতি দু'জনের মধ্যে এক জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ক্যানসারের প্রকোপের ক্ষেত্রে চিন এবং আমেরিকার পরেই রয়েছে ভারত। গোটা বিশ্বের ক্যানসারজনিত মৃত্যুর ১০ শতাংশেরও বেশি ভারতে ঘটে। এ ক্ষেত্রে চিনের পরেই রয়েছে ভারতের স্থান। *সংবাদ সংস্থা*

আজকাল

Date: 25.02.2025

ক্যান্সার ধরা পড়ার পর পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়: আজকাল, 25th Feb. 2025

ক্যান্সার ধরা পড়ার পর পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি

বিশ্ব জুড়ে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাদ নেই ভারত। দেশে রোগ নির্ণয়ের পর প্রতি পাঁচজন ক্যান্সার আক্রান্তের মধ্যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়। উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ল্যানসেট রিজিওনাল হেল্‌থ সাউথইস্ট এশিয়া' জার্নালে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্যান্সার আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলা বেশি। বয়স্ক ও মাঝবয়সিরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। ক্যান্সারে মৃত্যু হারের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে চীন। সেখানে প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন মারা যান। আর আমেরিকায় চারজন রোগীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) গবেষণা করে দেখেছে, বিশ্বে ক্যান্সারে মৃতদের ১০ শতাংশ ভারতের। মৃত্যুর নিরিখে প্রথম চীন, আমেরিকা দ্বিতীয় ও ভারত তৃতীয় স্থানে। যদিও রোগ ছড়ানোর প্রবণতায় বোঝা যাচ্ছে আগামী দু'দশকে ক্যান্সারে মৃত্যু মোকাবিলা কঠিন হবে। জনগণের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে ফি-বছর দুই শতাংশ রোগী বৃদ্ধির আশঙ্কা। গ্লোবাল

ল্যান্সেট-এর রিপোর্ট

ক্যান্সার অবজারভেটরি (গ্লোবোক্যান) ২০২২ এবং গ্লোবাল হেল্‌থ অবজারভেটরি (জিএইচও) ডেটায় পরিষ্কার ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার পর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে তিনজন রোগী মারা যান। ২০ বছরে ভারতে ৩৬ টাইপের ক্যান্সার ছড়িয়েছে। পাঁচ ধরনের ক্যান্সারে নারী-পুরুষ সকলে আক্রান্ত হন। ৪৪ শতাংশ ক্ষেত্রে রয়েছে ওই পাঁচ ধরনের ক্যান্সার। মহিলারা বেশি আক্রান্ত হন। স্তন ক্যান্সারের নতুন রোগীদের ৩০ শতাংশ এবং মৃতদের ২৪ শতাংশের বেশি মহিলা। জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত নতুন রোগীদের ১৯ শতাংশ এবং মৃতদের ২০ শতাংশ মহিলা। স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারের আধিক্য মহিলাদের মধ্যে থাকলেও মুখ গহ্বরের ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বেশি পুরুষদের মধ্যে। মুখ গহ্বরে ক্যান্সারে আক্রান্ত নতুন রোগীদের ১৬ শতাংশ পুরুষ, শ্বাসযন্ত্র (৮.৬ শতাংশ) এবং খাদ্যনালীর (৬.৭) ক্যান্সারে আক্রান্ত।

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 25.02.2025

ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত বোনকে বাঁচাতে স্টেম সেল দান ৪ বছরের শিশুর: দৈনিক স্টেটসম্যান, 25th Feb. 2025

ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত বোনকে বাঁচাতে স্টেম সেল দান ৪ বছরের শিশুর

একটি চার বছরের মেয়ে তার দুই বছরের বোনকে নিজের স্টেম সেল দান করেছে। বোনটি গুরুতর মায়েলয়েড লিউকেমিয়া রোগে (এএমএল) অর্থাৎ রক্তের ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছে। ওড়িশায় প্রথমবার এই ধরনের একটি অ্যালোজেনিক অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন (বিএমটি) করা হল কোনও ছোট শিশুর উপর।

কটকের শ্রীরাম চন্দ্র ভঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (এসসিবিএমসিএইচ) দুই বছরের একটি শিশুর উপর সফলভাবে এই অ্যালোজেনিক অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি ওড়িশায় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার জন্য আরেকটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হল। ওড়িশায় এই প্রথম কোনও শিশুর উপর এই ধরনের অস্ত্রোপচার করা হল।

এসসিবি মেডিকেল কলেজের হেমাটোলজি বিভাগ এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা আলিজা নাজ নামে দুই বছরের একটি মেয়ে, রক্তের ক্যান্সারে ভুগছিল এবং ওড়িশায় চিকিৎসাধীন ছিল। তার বেঁচে থাকার জন্য জরুরি অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়।

প্রক্রিয়াটির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হতো কিন্তু ওড়িশা সরকার দায়িত্ব নেয় এবং সম্পূর্ণ খরচ বহন করে। এর পরে, এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ এগিয়ে আসে এবং বড় বোন আতিফা নাজের অস্থি মজ্জা থেকে স্টেম সেল ব্যবহার করে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে।

শেষ খবর অনুযায়ী, দুই বোনের অবস্থা স্থিতিশীল এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠছে।

এই সফল পদ্ধতিটি এসসিবি মেডিকেল কলেজের জন্য কেবল একটি উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা অগ্রগতিকেই চিহ্নিত করেনি, বরং ওড়িশায় প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিকেও উন্নত করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ২০১২ সালে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন করে এবং ২০২৪ সালের এপ্রিলে সফলভাবে প্রথম লিভার প্রতিস্থাপন করে।

এই সফল পদ্ধতিটি এসসিবি মেডিকেল কলেজের জন্য কেবল একটি উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা অগ্রগতিই চিহ্নিত করেনি, বরং ওড়িশায় প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিকেও উন্নত করেছে।

February 2025

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library